সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের

# উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং সেবা সহজিকরণসমূহ

## ২০২০-২০২১

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

# সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং সেবা সহজিকরণসমূহ

# ২০২০-২০২১

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকাল ◆ **১০ মে, ২০২১**

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ◆ **আসাদুজ্জামান খান, এমপি**
মাননীয় মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা ◆ **মোঃ মোকাব্বির হোসেন**
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায় ◆ **ড. তরুণ কান্তি শিকদার**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ)

ডিজাইনার ◆ **লিটন হালদার**

প্রকাশনী ও মুদ্রণে ◆ **জলছবি প্রকাশনী**
**ডিএস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং**
২৩৪/ডি, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৮১৭০৭৮৭৯৬

# বাণী

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেবা কার্যক্রম সহজিকরণের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ ঘোষণা করেছে। ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়নে তথ্য উপাত্ত ইলেকট্রনিক উপায়ে নিরাপদ আদান প্রদানের নিমিত্ত বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশ ডিজিটাল আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক, ডিজিটাল গভর্ন্যান্স আইন-২০২০ এবং আইসিটি নীতিমালা-২০১৮ পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে কম সময়ে, কম খরচে ও কম পরিদর্শনে গুণগত ও উন্নত সেবা প্রদানে সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের সেবা সহজিকরণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ কার্যক্রমে সাফল্যজনকভাবে অবদান রাখছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে স্ব স্ব অফিসের বিভিন্ন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে, যা এই সংকলনে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সংকলন হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ও চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগের কার্যক্রম সম্পর্কে সেবা প্রত্যাশী জনগণ সম্যক ধারণা পাবেন। আমি মনে করি এ সংকলন হতে অভিজ্ঞতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আগামীতে আরও নিত্য-নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন, যা সকল শ্রেণির জনগণের জন্য আরও অধিকতর সেবা প্রদানে সহায়ক হবে।

আমি এই উদ্ভাবন সংকলন প্রকাশ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। সকলকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি

# বাণী

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্বলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় সরকারি সেবা ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন কার্যক্রম পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে বিদ্যমান অফিস ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ তাঁদের কর্মপরিবেশে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কাজ করছেন। সরকারি সেবা ব্যবস্থাপনায় এরূপ উদ্ভাবন সংস্কৃতি সঞ্চারে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজিকরণের কার্যক্রম নিরন্তর অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্যোগের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সেবাদান পদ্ধতি সহজ করা সম্ভব হয়েছে। আমি নবীন কর্মকর্তাগণের এই উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের এই সাফল্যের গল্পগুলো সহকর্মীদের উদ্দীপ্ত করবে সেই বিশ্বাস থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে উদ্ভাবন সংকলনের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় প্রকাশনা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আশা করি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ জনসেবার মান উন্নত করবে।

**মোঃ মোকাব্বির হোসেন**

# শুভেচ্ছা বক্তব্য

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের নির্দেশনার আলোকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহ নিরসলভাবে কাজ করে চলেছে। বিদ্যমান সেবা পদ্ধতির মৌলিক ও আমূল পরিবর্তন অথবা কিঞ্চিত পরিবর্তনের মাধ্যমে সেবা প্রদানে ঘরে বসে কম খরচে, স্বল্প সময়ে, গুণগত ও উন্নতমান নিশ্চিত করে নাগরিক সন্তুষ্টির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন হলো উদ্ভাবনী চর্চা এবং সেবা সহজিকরণের মূলমন্ত্র। সরকারি ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন চর্চার মূল উদ্দেশ্য হলো স্বল্পমূল্যে, অধিকতর কম সময়ে ও গুণগত সেবা জনসাধারণের জন্য নিশ্চিত করা। উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে সেবাদানের উপায় ও প্রক্রিয়াকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সহজ করা।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব কর্মকর্তাগণ উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে কাজ করছেন বা উদ্ভাবনী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে উদ্ভাবন সংকলনের তৃতীয় সংখ্যা বের করার মূল লক্ষ্য অন্যান্য সহকর্মীদের উদ্দীপ্ত করা। উদ্ভবনী চর্চাগুলো পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করাই এ প্রকাশনার মূল লক্ষ্য। আসুন সকলে আন্তরিকভাবে জনসেবায় ব্রতী হই এবং দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

পরিশেষে, উদ্ভাবন চর্চা এবং সেবা সহজিকরণ প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।

**ড. তরুণ কান্তি শিকদার**
অতিরিক্ত সচিব
ও
চিফ ইনোভেশন অফিসার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

# সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**ভিশন :** সুরক্ষিত নাগরিক।

**মিশন :** প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন আরো সহজ, টেকসই ও সময়োপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

# সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/ বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ১ | Online based archive management system | সুরক্ষা সেবা বিভাগের দাপ্তরিক কাজে ও এ বিভাগ হতে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের পুরাতন ডকুমেন্টের (যেমনঃ প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা/পরিপত্র/আইন/ বিধি/অফিস আদেশ/বিদেশ ভ্রমণের জি.ও/কার্যবিবরণী/ প্রতিবেদন/কমিটি/টিম/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য/ বিভিন্ন প্রকাশনা ও অনুমতির পত্র ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত পুরাতন ডকুমেন্টসমূহের নির্দিষ্ট কোন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অথবা সংশ্লিষ্ট হার্ড ফাইল হতে কাংক্ষিত পুরাতন ডকুমেন্ট প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়। Online based Archive Management System এ পুরাতন ডকুমেন্টসমূহের বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা থাকবে। যে কোন জায়গা হতে সহজেই অনলাইনে (archive.ssd.gov.bd) সেবা গ্রহীতা কাংক্ষিত ক্যাটাগরি হতে বিষয়বস্তু/তারিখ সীমার মধ্যে সার্চ করে পুরাতন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করে নিতে পারবে।<br>সেবা গ্রহীতার সময় ও খরচ সাশ্রয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হবে। | পুরাতন ডকুমেন্টসমূহের ক্যাটাগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ভার্চুয়াল ওয়েব সার্ভারে Archive Management System সফটওয়্যারটি সংরক্ষিত থাকায় ২৪/০৭ সময় সেবা পাওয়া যাবে এবং সফটওয়্যারটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকবে। অনলাইনে (archive.ssd.gov.bd) সহজেই যে কেউ কাংক্ষিত ক্যাটাগরি হতে বিষয়বস্তু/তারিখ সীমার মধ্যে সার্চ করে পুরাতন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করে নিতে পারবে। বিনামূল্যে ও কম সময়ে তথ্য প্রাপ্তি/সেবা নিশ্চিত হবে। শর্ত সাপেক্ষে অন্যান্য অফিস সফটওয়্যারটির কপি (সোর্স কোড) সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে নিতে পারবে। | বাস্তবায়িত (২০২০-২১) |
| ২ | সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ | সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের শিরোনাম, সেবা প্রদান পদ্ধতি/ফ্লোচার্ট, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্ধারিত ফরম (যদি থাকে) এবং প্রাপ্তি স্থান, সেবামূল্য ও পরিশোধ পদ্ধতি, সেবা প্রদানের সময়সীমা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা থাকবে। | সেবা প্রত্যাশি সরাসরি সংশ্লিস্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্য ওয়েব ব্রাউজারে নেভিগেট বা টাচ বা সার্চ করে খুজে বের করতে পারবেন। এতে করে সেবা প্রত্যাশি সরাসরি সংশ্লিস্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত পাবেন। | চলমান (২০২০-২১) |

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/ বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ৩ | অনলাইনে প্রবাসী বাংলাদেশিগণের নাগরিত্ব/প্রাক পরিচিতি যাচাই এর মাল্টি ইউজার সফটওয়্যার। | অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণের নাগরিত্ব/প্রাক পরিচিতি যাচাইয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ শেষে অনলাইনেই সেবা প্রত্যাশিকে প্রতিবেদন প্রদান। | প্রবাসী বাংলাদেশীগণের স্বদেশ প্রত্যাবাসন এর নিমিত্ত দূতাবাসসমূহ কর্তৃক ট্রাভেল পারমিট ইস্যুর জন্য নাগরিকত্ব/প্রাক পরিচিতি যাচাই প্রতিবেদন প্রয়োজন হয়ে থাকে। মিশনসমূহ সফটওয়ারের মাধ্যমে আবেদন এন্ট্রি করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনলাইনে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করবে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ অনলাইনে এন আই ডি/জন্ম সনদ যাচাই করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এস বি প্রতিবেদনের জন্য অনলাইনে প্রেরণ করবে। প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম সমাপনান্তে অনলাইনে রিপোর্ট দাখিল করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করবে এবং মিশন সমূহ অনলাইনেই সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন পেয়ে যাবে। | চলমান (২০১৯-২০) |

# সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

## উদ্ভাবনের শিরোনাম

Online based archive management system

## পটভূমি

সুরক্ষা সেবা বিভাগের দাপ্তরিক কাজে ও এ বিভাগ হতে সেবা গ্রহীতা/অংশীজনদের প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের পুরাতন ডকুমেন্টের (যেমনঃ প্রজ্ঞাপন / নীতিমালা / পরিপত্র / আইন / বিধি / অফিস আদেশ/বিদেশ ভ্রমণের জি.ও / কার্যবিবরণী / প্রতিবেদন / কমিটি / টিম /ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য / বিভিন্ন প্রকাশনা ও অনুমতি পত্র ইত্যাদি) প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত পুরাতন ডকুমেন্টেরসমূহের নির্দিষ্ট কোন রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় অথবা সংশ্লিষ্ট হার্ড ফাইল হতে কাংক্ষিত পুরাতন ডকুমেন্ট প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়। Online based archive management system এ পুরাতন ডকুমেন্টসমূহের বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী সংরক্ষণ করা থাকবে। যে কোন জায়গা হতে সহজেই অনলাইনে সেবা গ্রহীতা কাংক্ষিত ক্যাটাগরি হতে বিষয়বস্তু/তারিখ সীমার মধ্যে সার্চ করে পুরাতন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করে নিতে পারবে। সেবা গ্রহীতার সময় ও খরচ সাশ্রয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, a2i এর ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম এবং সাধারণ নাগরিকের সার্বিক সুবিধা ও স্বচ্ছতার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক বর্ণিত উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। বর্ণিত উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য বিশ্লেষণ বা এনালাইসিসের জন্য উদ্ভাবন আইডিয়া প্রদানকারী, ইনোভেশন টিম এবং আইডিয়াটি বাস্তবায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আইসিটি সেল ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হতে কারিগরি সহায়তা নেয়া হয়েছে। টেকসই করার জন্য বর্ণিত উদ্ভাবনটির আওতায় তৈরিকৃত সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ভার্চুয়াল ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

## উদ্যোগের কল্যাণ

এই উদ্যোগের ফলে পুরাতন ডকুমেন্টসমূহের ক্যাটাগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ভার্চুয়াল ওয়েব সার্ভারে Archive Management System সফটওয়্যারটি সংরক্ষিত থাকায় ২৪/০৭ সময় সেবা পাওয়া যাবে এবং সফটওয়্যারটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকবে। অনলাইনে (archive.ssd.gov.bd) সহজেই যে কেউ কাংক্ষিত ক্যাটাগরি হতে বিষয়বস্তু/তারিখ সীমার মধ্যে সার্চ করে পুরাতন ডকুমেন্ট খুঁজে বের করতে ও ডাউনলোড করে নিতে পারবে। বিনামূল্যে ও কম সময়ে তথ্য প্রাপ্তি/সেবা নিশ্চিত হবে। শর্ত সাপেক্ষে অন্যান্য অফিস সফটওয়্যারটির কপি (সোর্স কোড) সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে নিতে পারবে।

## উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

| সদস্যদের নাম | ঠিকানা |
|---|---|
| ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার | সুরক্ষা সেবা বিভাগ<br>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| মল্লিক সাঈদ মাহবুব, যুগ্মসচিব (অগ্নি অনুবিভাগ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | |
| মোঃ আবদুল কাদির, উপসচিব (প্রশাসন-৩) ও সদস্য-সচিব, ইনোভেশন টিম | |
| মোঃ মনিরুজ্জামান, উপসচিব (কারা- ১) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | |
| মোঃ আইয়ুব হোসেন, প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম [মূল ভাবনা (Idea) প্রদানকারী] | |
| নিপু হালদার, সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল) | |

# সুরক্ষা সেবা বিভাগের উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রি: তারিখ থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকেই এ বিভাগে জনসাধারণের সেবামূলক কার্যক্রমের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক চালুকৃত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি যেমন: শুদ্ধাচার চর্চা, তথ্য অধিকার আইন অনুসরণ, উদ্ভাবনী চর্চা, সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়মিত অনুশীলন করা হচ্ছে।

১. মাদকের ভয়াবহতা ও কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সচেতনামূলক প্রচারণার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে ০২টি এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে ডিভাইস ও ০১টি সাইন এজ ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় ৫টি 'Full Colour Outdoor LED Display Billboard' এবং ৪০৭টি কিয়স্ক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কারাগারে স্থাপন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৬টি মাদকবিরোধী টিসিভি তৈরি করা হয়েছে। উক্ত টিসিভিগুলো বিজ্ঞাপন আকারে ১০টি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে।

২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীদের (পোশাক ও সামগ্রী প্রাধিকার) বিধিমালা, ২০২১ প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. বেসরকারি মাদকাসাক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রকাশ করা হয়েছে।

৪. মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদা হ্রাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে বিধান প্রণয়নের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধিত) ২০২০ প্রকাশিত হয়েছে।

৫. সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মাদক সনাক্তকরণ সংক্রান্ত 'ডোপ টেস্ট' করার বিষয়ে সরকারের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. মাদকের ভয়াবহতা হ্রাসকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গত ১৯ নভেম্বর ২০১৭, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ ও ১৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে যথাক্রমে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে।

৭. সফলভাবে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক একটি এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক এর উপর গত ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে দিনব্যপী ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে।

৮. মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইসলামী ফাউন্ডেশনের সহায়তায় মসজিদে মসজিদে খুতবার পূর্বে বয়ান উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিভাগীয় কমিশনারগণের দ্বি-মাসিক সম্মেলনে এ কার্যক্রমের প্রভাব নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে।

৯. সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪০,০০০ হাজার মাদক বিরোধী ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে।

১০. মাদক বিরোধী কার্যক্রমের বিষয়ে পাক্ষিক ভিত্তিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ফলোআপ করা হচ্ছে। মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের নিমিত্ত ফিল্ড ফোর্স লোকেটর চালু করা হয়েছে।

১১. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ রোগী পরিবহণে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

১২. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীবৃন্দ জঙ্গি বিরোধী কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর সাথে অংশ নিচ্ছেন। তাদের এই বিশেষ কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের ১৫০ জন কর্মীকে র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৩. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য অগ্নি ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিসের আওতায় ০৬ মাস ব্যাপী ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্স চালু করা হয়েছে।

১৪. ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কিং ফোর্স যেমন: ফায়ারম্যান, ডুবুরি ও নার্সিং এ্যাটেনডেন্ট পদে নিয়োগের বয়সসীমা হ্রাস করে ১৮ থেকে ২০ বছর এবং স্টাফ অফিসার/স্টেশন অফিসার ও জুনিয়র প্রশিক্ষক পদে নিয়োগের বয়সসীমা হ্রাস করে ১৮ থেকে ২৭ বছর করা হয়েছে।

১৫. সিএনজি/এলপিজি সিলিন্ডার, অফিস ও বাসাবাড়ির গ্যাসলাইন এবং ফিলিং স্টেশনের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গত ০৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের উদ্যোগে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা করা হয়েছে।

১৬. বিদ্যমান কারা আইন সংস্কার করে Prisons and Correctional Services Act, 2017 নামে নতুন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ যৌথভাবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে নতুন আইনের ১০টি অধ্যায়ের মধ্যে ০৭টি অধ্যায়ের ১২০টি ধারার পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়েছে।

১৭. ধারণ ক্ষমতার তুলনায় কারাবন্দিদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হওয়ায় নতুন কারাগার নির্মিত হলে সেটাকে কারাগার-১ এবং ঐ স্থানের পুরাতন কারাগারকে কারাগার-২ হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৮. কারাবন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাদের পরিবারবর্গের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গত ২৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে 'প্রিজন লিংক' নামে ০১টি বিশেষ কার্যক্রমের সফল সমাপ্তির পর দেশব্যাপি রেপ্লিকেট করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৯. কারাবন্দিগণ কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কারাবন্দির মুক্তির সময় তাকে প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২০. দেশের ৩০টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৮ হাজার ৯৩২ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২১. বাংলাদেশী পাসপোর্টের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের লক্ষ্যে গত ১৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে জার্মান ভিত্তিক ০১টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট এবং স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি।

২২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর সারাদেশে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশী পাসপোর্টের মান আন্তর্জাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

২৩. বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী শ্রমিক ও অন্যান্য প্রবাসী নাগরিকদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

২৪. প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কূটনৈতিক ব্যাগের পরিবর্তে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

২৫. সরকারি কর্মচারী এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে সহজে পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ০৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয়ে ০১টি পাসপোর্ট বুথ চালু করা হয়েছে।

২৬. পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থিত ১৫ (১৯)টি বাংলাদেশ মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং চালু করা হয়েছে।

২৭. বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশী পাসপোর্ট প্রদান না করার জন্য ১৪,৪২,৭২৪ জন রোহিঙ্গার বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৮. সমসাময়িক বিষয়াবলির উপর নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপের আয়োজন করা হচ্ছে।

২৯. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যুৎ ও পানি সাশ্রয়, কৃচ্ছতা সাধন ইত্যাদি বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপে মত বিনিময় করা হয়ে থাকে।

৩০. সচিবালয়স্থ চুল্লিতে আগুনে পুড়িয়ে ১৪.১১.২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের গ ও ঘ শ্রেণির ৯০টি নথি বিনষ্ট করা হয়েছে।

৩১. সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহে ই-নথি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, এসডিজি, সিটিজেন চার্টার নিয়মিত আপডেটকরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

# সুরক্ষা সেবা বিভাগের আলোকচিত্র

Zoom Online Platform এ ০৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত
ইনোভেশন টিমের ১ম সভা

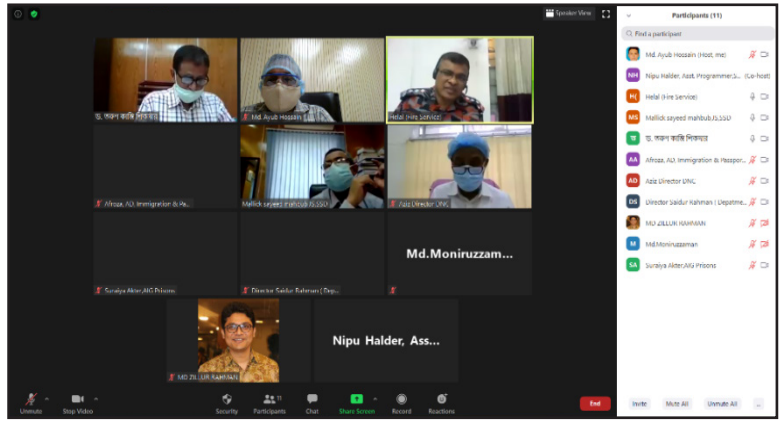


Zoom Online Platform এ ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত
ইনোভেশন টিমের ২য় সভা

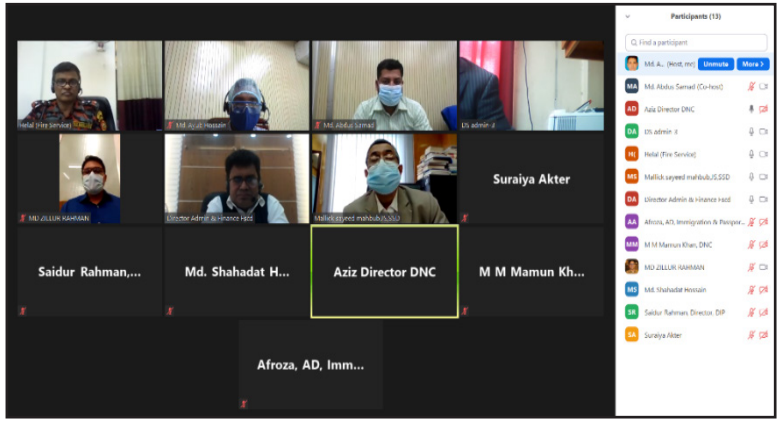


Zoom Online Platform এ ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত
ইনোভেশন টিমের ৩য় সভা

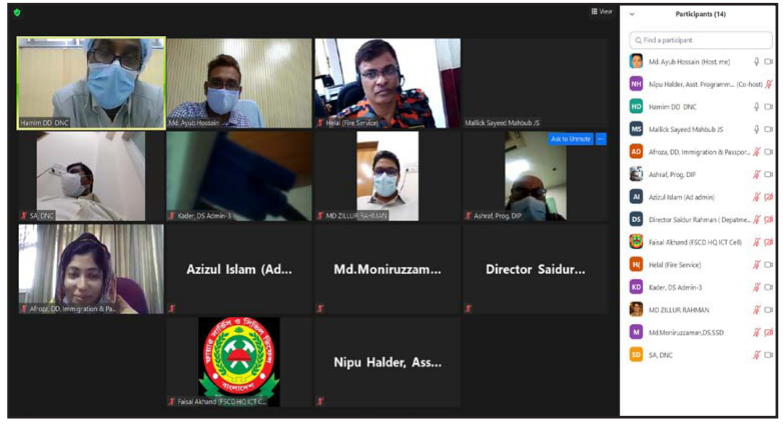


Zoom Online Platform এ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত
ইনোভেশন টিমের ৪র্থ সভা

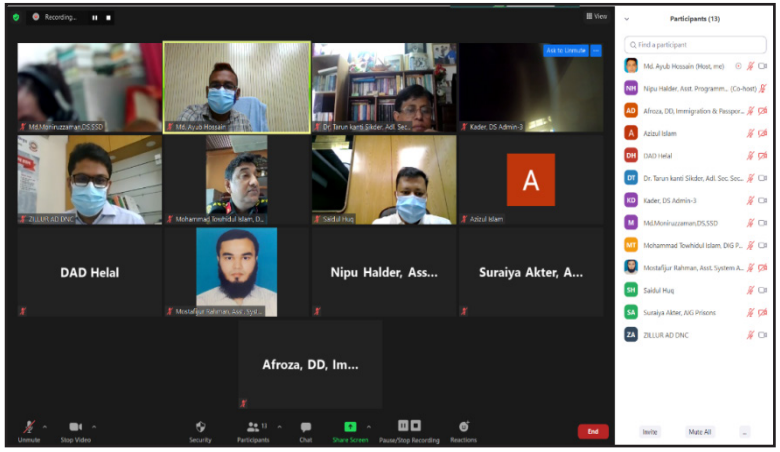


Zoom Online Platform এ ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত
ইনোভেশন টিমের ৫ম সভা

Zoom Online Platform এ ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮: উদ্ভাবন কার্যক্রমে আমাদের করণীয়' বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা

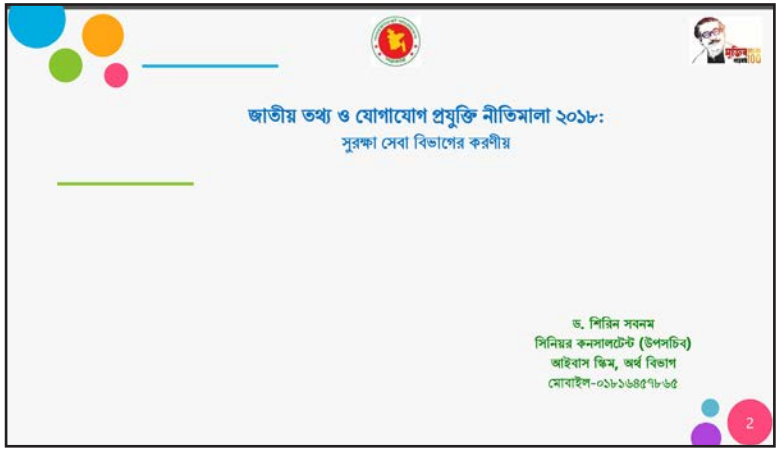


Zoom Online Platform এ ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮: উদ্ভাবন কার্যক্রমে আমাদের করণীয়' বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা

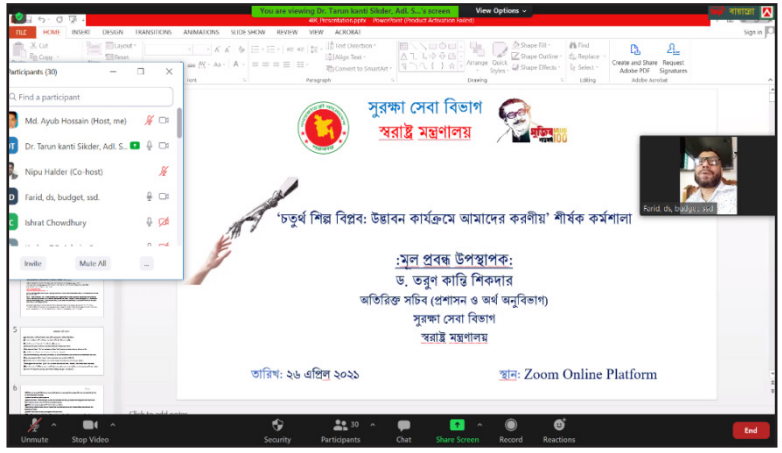


Zoom Online Platform এ ২৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব: উদ্ভাবন কার্যক্রমে আমাদের করণীয়' বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা

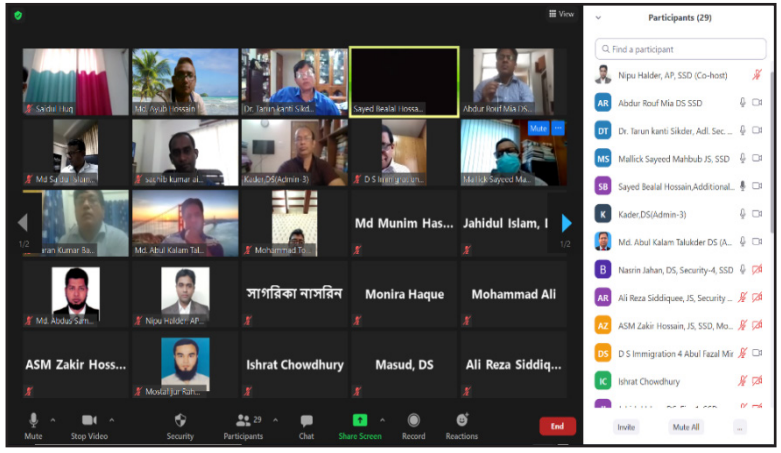


উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Zoom Online Platform এ ৩১ মার্চ ২০২১ এবং ০১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Zoom Online Platform এ ৩১ মার্চ ২০২১ এবং ০১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Zoom Online Platform এ ২৮ এপ্রিল ২০২১ এবং ২৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ০২ (দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

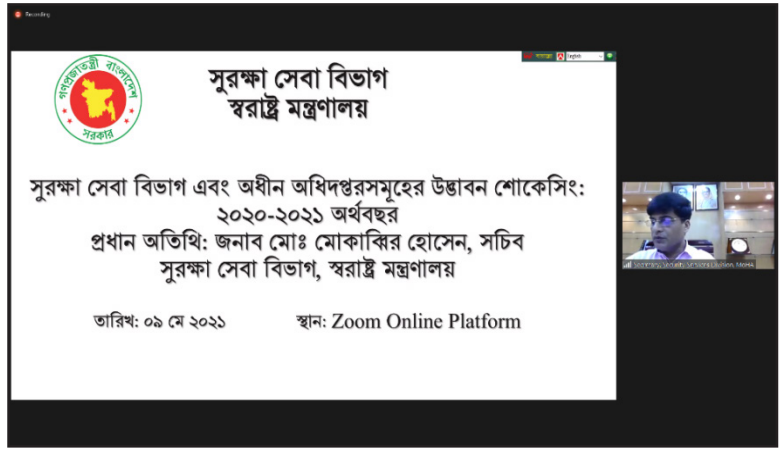


Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

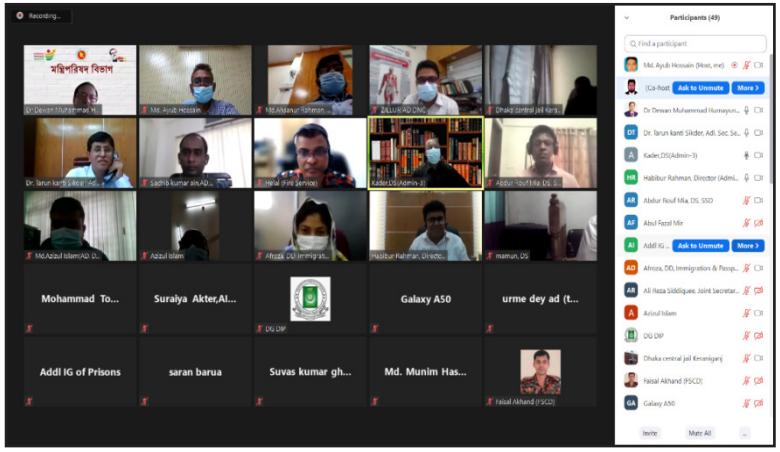


Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

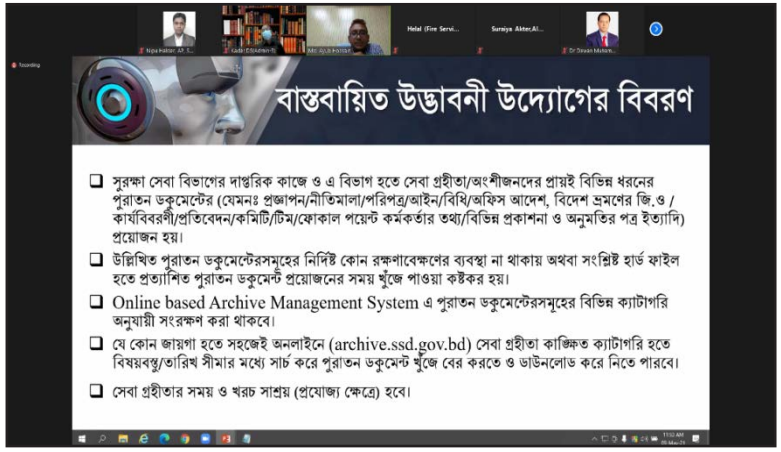


Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

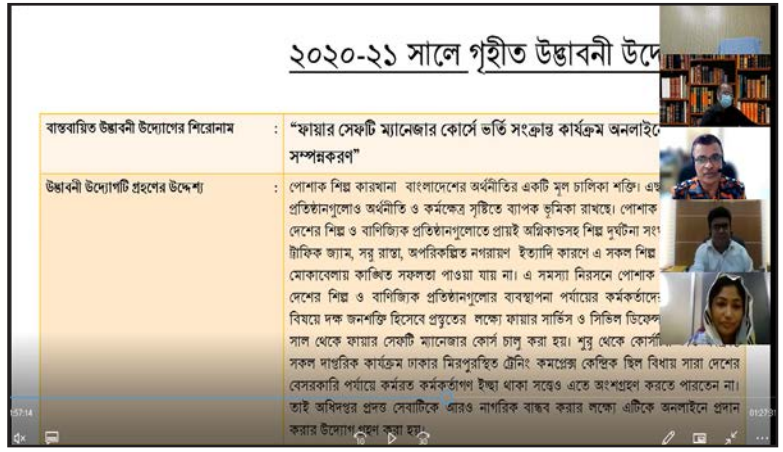


Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

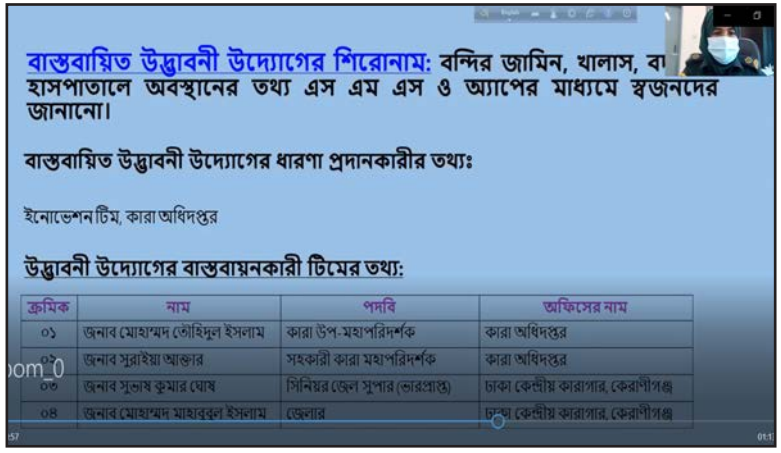


Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

Zoom Online Platform এ ০৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহের উদ্ভাবন শোকেসিং

# সুরক্ষা সেবা বিভাগের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ, ২০২০-২০২১

## সেবার নাম

দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ প্রদান

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ১. সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা-২০১৮ এ উল্লেখিত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ছক-১ (সরকারি দাপ্তরিক টেলিফোন মঞ্জুরির প্রস্তাব ছক) পূরণপূর্বক সচিব মহোদয়ের দপ্তরে আবেদন দাখিল<br>২. সচিব মহোদয়ের দপ্তর হতে প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ<br>৩. প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ হতে প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ<br>৪. প্রশাসন-২ শাখা হতে নথিতে উপস্থাপন<br>৫. প্রশাসন-২ শাখা হতে নথি প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ<br>৬. প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ হতে নথি সচিব মহোদয়ের দপ্তরে প্রেরণ<br>৭. সচিব মহোদয়ের দপ্তর হতে নথি প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ<br>৮. প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ হতে নথি প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ<br>৯. দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগের মঞ্জুরির আদেশ জারি | ১. সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা-২০১৮ এ উল্লেখিত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার যোগদানপত্রের পৃষ্ঠাঙ্কন সম্পন্ন হলে প্রশাসন-২ শাখা কর্তৃক দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ (শাখায় পদায়নের পর যদি সংযোগ না থাকে) প্রদান করার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিতে উপস্থাপন<br>২. নথি অনুমোদন<br>৩. দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগের মঞ্জুরির আদেশ জারি |

## প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ১. সচিব মহোদয় বরাবর আবেদন<br>২. পূরণকৃত ছক-১<br>৩. যোগদান পত্রের পৃষ্ঠাঙ্কন | ১. যোগদান পত্রের পৃষ্ঠাঙ্কন |

## নিষ্পত্তির সময়

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ১৫ কার্যদিবস | ০৫ কার্যদিবস |

## TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

| ক্ষেত্র | বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|---|
| সময় | ১৫ কার্যদিবস | ০৫ কার্যদিবস |
| খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক) | (০) শূন্য | (০) শূন্য |
| ভিজিট | ০২ কার্যদিবস | ০০ কার্যদিবস |
| ধাপ | ০৯ টি | ০৩ টি |
| জনবল + কমিটি | - | - |
| সেবা প্রাপ্তির স্থান | প্রশাসন-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ | প্রশাসন-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও www.ssd.gov.bd |
| দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা | ০৩ টি | ০১ টি |

## বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

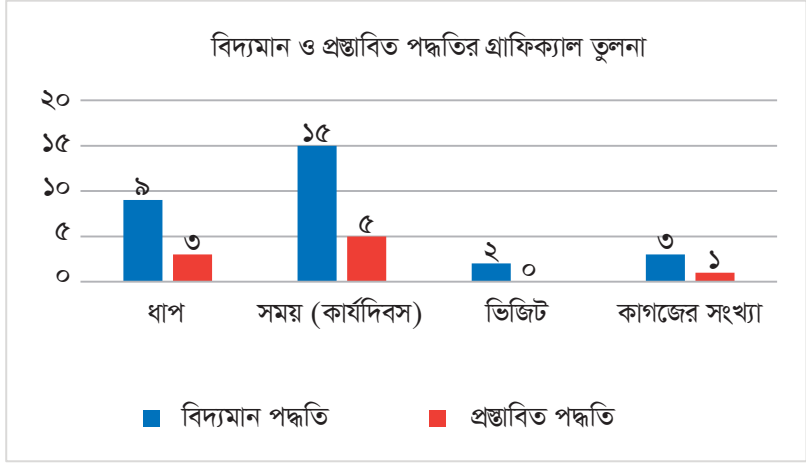

## বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

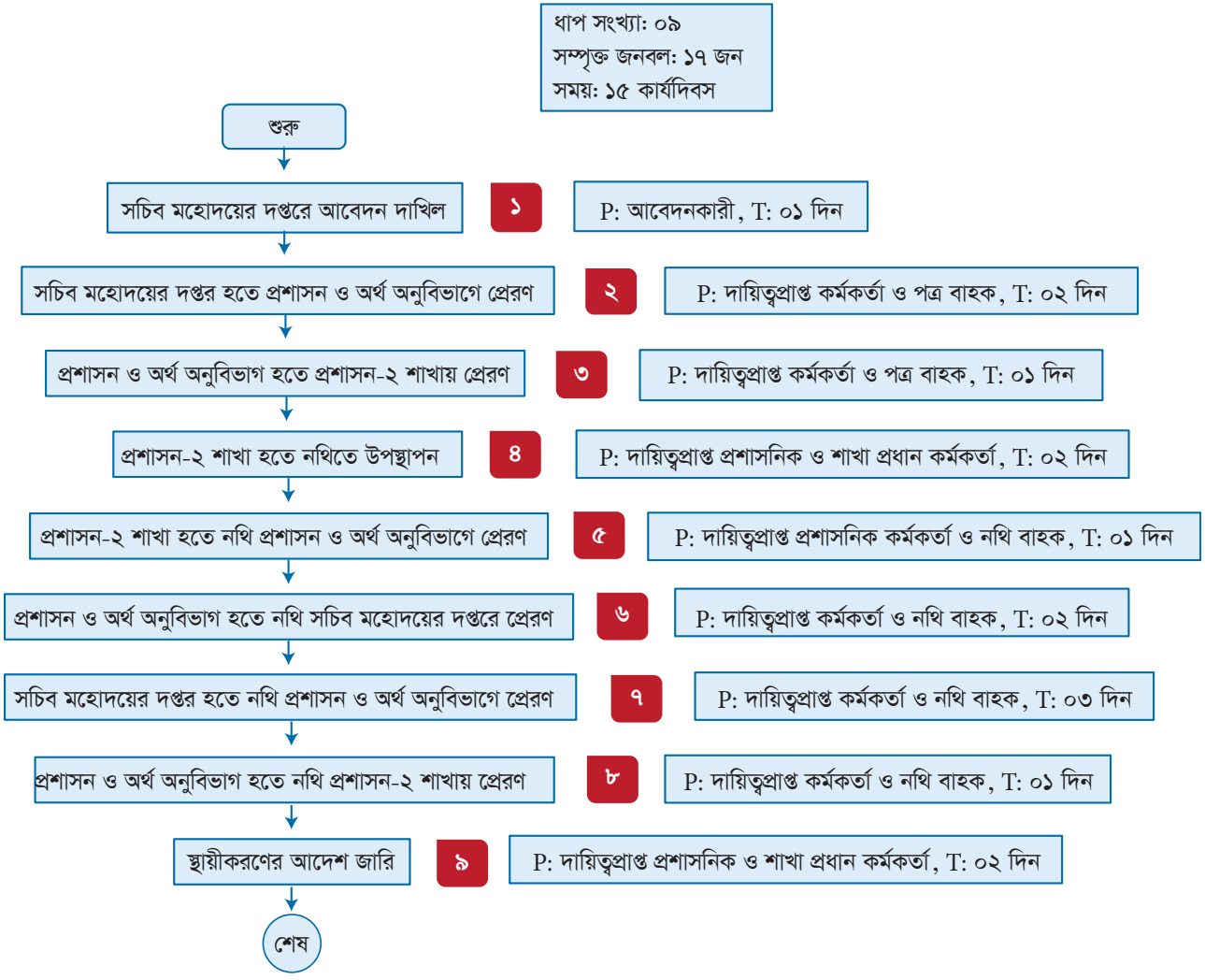

## প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

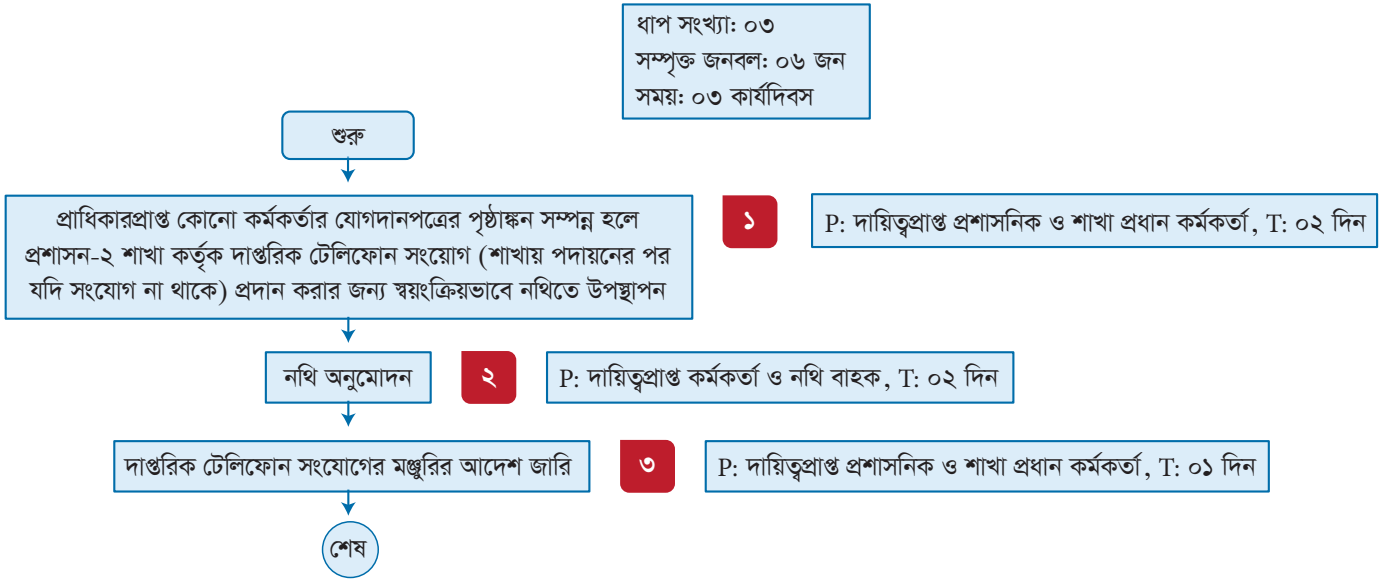

# ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন শোকেসিং: প্রতিবেদন

সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন শোকেসিং অনুষ্ঠান Zoom Online Platform এ ০৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন। বর্ণিত উদ্ভাবন শোকেসিং অনুষ্ঠানে এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা, ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ, অধীন অধিদপ্তরসমূহের প্রধানগণ এবং ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দসহ প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে এ বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসার স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর অধিদপ্তরসমূহের মহাপরিচালকবৃন্দ স্ব স্ব অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রমের উপর বক্তব্য প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনীসমূহের পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়, যার তালিকা নিম্নরূপ:

| অফিসের নাম | ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণার শিরোনাম |
|---|---|
| সুরক্ষা সেবা বিভাগ | Online based Archive Management System |
| ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর | ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্নকরণ |
| কারা অধিদপ্তর | বন্দির জামিন, খালাস, বদলি ও হাসপাতালে অবস্থানের তথ্য এস এম এস ও অ্যাপের মাধ্যমে স্বজনদের জানানো |
| ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর | ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালুকরণ |
| মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর | পেথিডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসির নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dnc.gov.bd) প্রকাশ |

উদ্ভাবন শোকেসিং এ ০৩(তিন) টি শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং a2i হতে একজন করে সদস্যসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগের তিন জন সদস্য নিয়ে মোট পাঁচ সদস্যের নিম্নরুপ একটি কমিটি গঠন করা হয়:

| | |
|---|---|
| **ড. তরুণ কান্তি শিকদার,** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ও চিফ ইনোভেশন অফিসার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ | আহবায়ক |
| **জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব,** যুগ্মসচিব (অগ্নি অনুবিভাগ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম, সুরক্ষা সেবা বিভাগ | সদস্য |
| **ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর,** যুগ্মসচিব, ই-গভর্নেন্স অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ | সদস্য |

| | |
|---|---|
| **জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,** মাস্টার ট্রেইনার এবং প্রাক্তন এটুআই এক্সপার্ট, ইনোভেশন এবং ই-গভার্নেন্স ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট, Aspire to Innovate (a2i-এটুআই) | সদস্য |
| **জনাব মোঃ আইয়ুব হোসেন,** প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল) ও, সদস্য, ইনোভেশন টিম, সুরক্ষা সেবা বিভাগ | সদস্য-সচিব |

বর্ণিত কমিটি ০৩(তিন) টি শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচনের নিমিত্ত নিম্নলিখিতভাবে মূল্যায়ন মান (Evaluation Criteria) নির্ধারন করেন।

| ক্রম | মানদন্ড | মার্কস |
|---|---|---|
| ১ | উদ্ভাবনের বিষয়বস্তু | ৩ |
| ২ | উদ্ভাবনের গুরুত্ব ও প্রভাব (Importance and Impact) | ৩ |
| ৩ | উদ্ভাবনের পদ্ধতি (Framework) (Process Map এবং TCV বিশ্লেষণ) | ৩ |
| ৪ | উপস্থাপনা | ১ |
| | মোট মার্কস = | ১০ |

বাস্তবায়িত উদ্ভাবনীসমূহের পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার পর অনুষ্ঠানের সকল অংশগ্রহণকারী উন্মুক্ত আলোচনা করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, Aspire to Innovate (a2i-এটুআই) এর প্রতিনিধির এবং অনুষ্ঠানের সকল অংশগ্রহণকারীর উন্মুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়:

১. উদ্ভাবন কার্যক্রমে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য অফিস, পেমেন্ট এবং সার্টিফিকেশন সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২. উদ্ভাবন কার্যক্রমের ফলে ব্যবহারকারী/সুফলভোগীর ফিডব্যাক/মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা (KYC= Know Your Customer) রাখতে হবে।

৩. নাগরিক কেন্দ্রিক সেবাকে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে হবে।

৪. Service Process Simplification করার পর নাগরিক কেন্দ্রিক সেবা Digitalization করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. সফটওয়্যার কোম্পানির মাধমে সফটওয়্যার ক্রয়ের ক্ষেত্রে SLA (Service Level Agreement), Terms of Reference এ Transfer of Knowledge, Source Code, Hosting (সরকারি ডাটা সেন্টারে) এর বিষয়ে সুস্পষ্ঠ নির্দেশনা রাখতে হবে।

৬. সফটওয়্যার ক্রয় এবং হোস্টিং এর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭. সফটওয়্যারের নিরাপত্তার জন্য SSL (Secure Socket Layer) ক্রয় এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং/নিরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. উদ্ভাবন কার্যক্রমে ব্যবহারকারীর গ্রহণযোগ্যতা বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

সকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ উপস্থাপনের পর বিচারকবৃন্দ নির্ধারিত মানদণ্ডের আলোকে উদ্যোগসমূহের অনুপঙ্খ বিশ্লেষণ শেষে ফলাফল প্রদান করেন। সমন্বিত ফলাফলে সুরক্ষা সেবা বিভাগের 'Online Archive Management System' শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন হিসেবে বিবেচিত হয়। যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের 'ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি' উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং কারা অধিদপ্তরের 'বন্দীর জামিন, খালাস, বদলি ও হাসপাতালে অবস্থানের তথ্য এসএমএস অ্যাপের মাধ্যমে স্বজনদের জানানো'। তৃতীয় স্থান অধিকার করে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের 'ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ব্যবস্থা চালুকরণ'।

অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি উদ্ভাবন উদ্যোগসমূহের সফল বাস্তবায়নে সকলকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করেন। নিত্য নতুন উদ্ভোবনের মাধ্যমে জটিলতা নিরসনপূর্বক উন্নত মানসম্পন্ন সেবা জনগনের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে অগ্রণী ভূমিকা পালনে অনুরোধ জানান। জ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর যা একসময় জবাবদিহিমূলক দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

# ২০২০-২০২১ অর্থবছরের উদ্ভাবন শোকেসিং অনুষ্ঠানের কিছু স্থিরচিত্র

সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের বক্তব্য

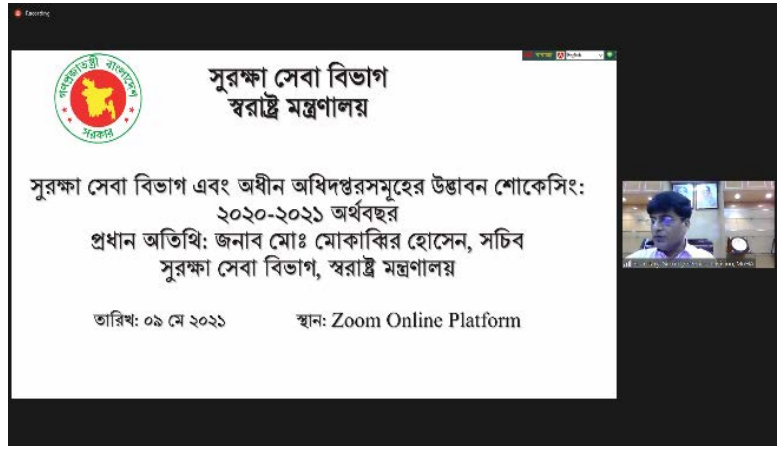


সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের বক্তব্য

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বক্তব্য

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বক্তব্য

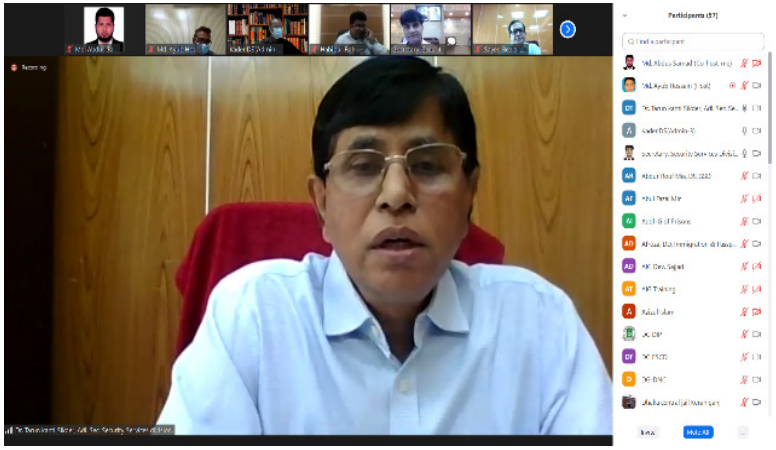

সুরক্ষা সেবা বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসার মহোদয়ের বক্তব্য

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিমের সদস্যদের বক্তব্য

ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর, যুগ্মসচিব, ই-গভর্নেন্স অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মহোদয়ের বক্তব্য

সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপস্থাপনা

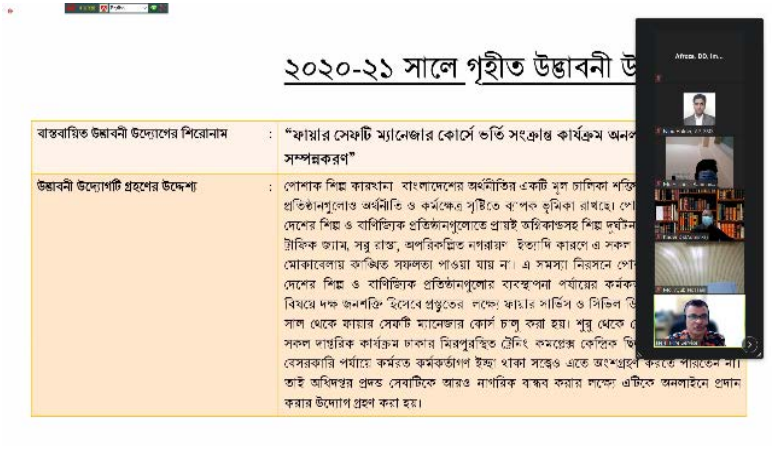


ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উপস্থাপনা

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উপস্থাপনা

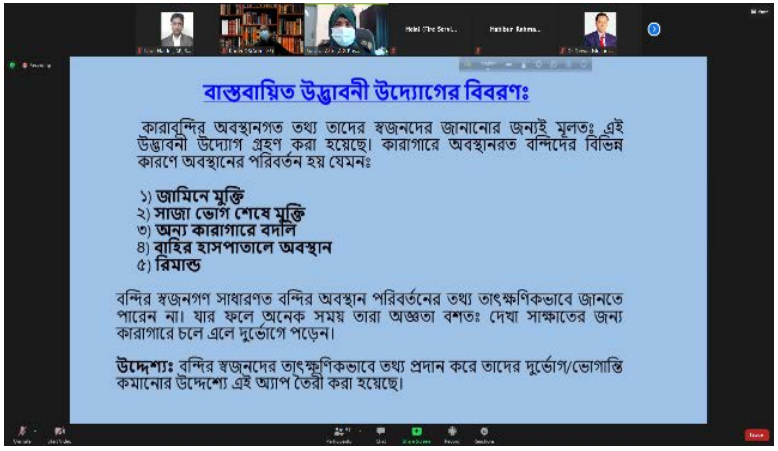


কারা অধিদপ্তরের উপস্থাপনা

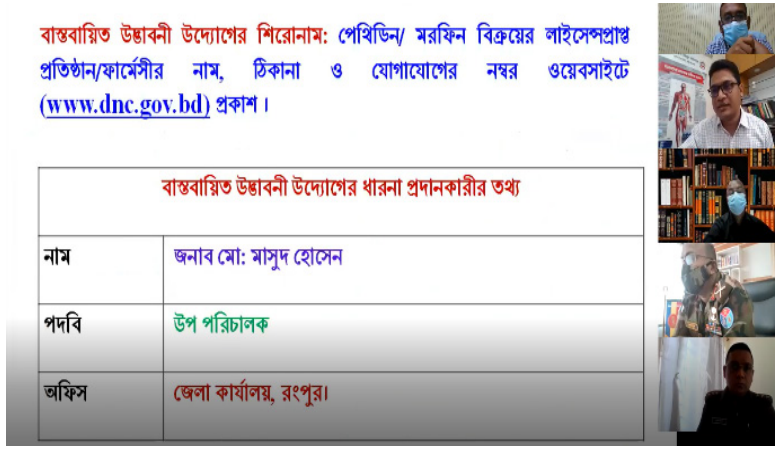


মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপস্থাপনা

| | |
|---|---|
| **(মোঃ আইয়ুব হোসেন)**<br>প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল)<br>ও<br>সদস্য-সচিব, শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন কমিটি<br>সুরক্ষা সেবা বিভাগ | **(ড. তরুণ কান্তি শিকদার)**<br>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ)<br>ও<br>আহবায়ক, শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন কমিটি<br>সুরক্ষা সেবা বিভাগ |

## এক নজরে

# সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ রুপরেখা প্রকাশ

- উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের তিনটি কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন
- উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন
- সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশকরণ
- ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারিকরণ
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়নকরণ
- একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শোকেসিং) আয়োজনকরণ এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচনকরণ
- একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নকরণ
- উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক সনদপত্র/ক্রেস্ট প্রদান
- উদ্ভাবকগণকে দেশে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ
- একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়নকরণ
- একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নকরণ এবং সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশনকরণ
- মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানকরণ
- বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের এবং সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা

# ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় উদ্ভাবকগণকে দেশে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের প্রতিবেদন

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ৯.২ কার্যক্রম (উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৬, ০৭ ও ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে উদ্ভাবন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ০২ জন কর্মকর্তা এবং এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তরসমূহ হতে ০১ জন করে নিম্নলিখিত কর্মকর্তার সম্বন্বয়ে কক্সবাজারের ঝিলংজাতে অবস্থিত Submarine Cable Landing Station এবং পাগলির বিল, উখিয়ায় কারা অধিদপ্তরের উন্মুক্ত কারাগারের জন্য বরাদ্দ জমি পরির্দশন করা হয়।

| ক্রম | কর্মকর্তার নাম ও পদবি | অফিসের নাম |
|---|---|---|
| ১ | ড. তরুণ কান্তি শিকদার, অতিরিক্ত সচিব ও চিফ ইনোভেশন অফিসার | সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
| ২ | মোঃ আইয়ুব হোসেন, প্রোগ্রামার ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | সুরক্ষা সেবা বিভাগ |
| ৩ | বিলকিস আফরোজা সিদ্দিকা, উপপরিচালক ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর |
| ৪ | মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপ মহাপরিদর্শক ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | কারা অধিদপ্তর |
| ৫ | মোহাঃ জিল্লুর রহমান, সহকারী পরিচালক ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর |
| ৬ | মোঃ হেলাল উদ্দিন খান, উপসহকারী পরিচালক ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |

## Submarine Cable Landing Station পরিদর্শন

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ সকাল ১০:০০ টায় কক্সবাজারের ঝিলংজাতে অবস্থিত Submarine Cable Landing Station এর অফিসে উপস্থিত হয়।

Submarine Cable Landing Station এর অফিস

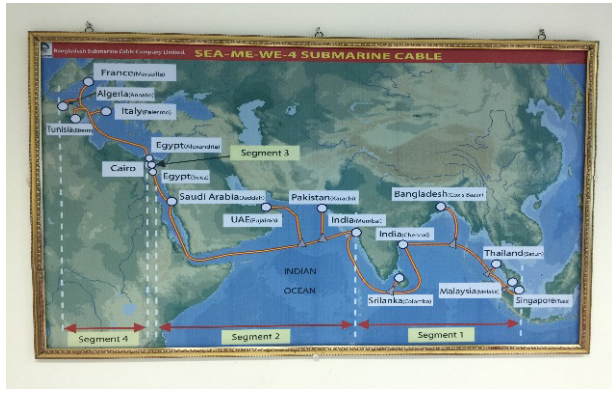


১৪টি দেশের সাথে কক্সবাজারে SEA-ME-WE4 টাইপের Submarine Cable সংযোগ

Submarine Cable Landing Station এর উপ মহাব্যবস্থাপক, জনাব সুভ্রম কিশোর দাস এবং ব্যবস্থাপক, ইঞ্জিনিয়ার জুয়েল মিয়াসহ অন্যান্য কর্মকর্তার সাথে সম্মেলন কক্ষে Submarine Cable এর কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলন কক্ষে Submarine Cable এর কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় সভা

সম্মেলন কক্ষে Submarine Cable এর কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় সভা

পরবর্তীতে ব্যবস্থাপক, ইঞ্জিনিয়ার জুয়েল মিয়া Submarine Cable এর ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা পরিচালনা পরিষদ, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বিশ্বের ২৪০টি আলাদা আলাদা Submarine Cable এর সংযোগের কার্যক্রম, Submarine Cable এর ধরন, ঝিলংজাতে অবস্থিত Submarine Cable Landing Station হতে বাংলাদেশের সকল স্থানে Internet data এবং Mobile Voice Service বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

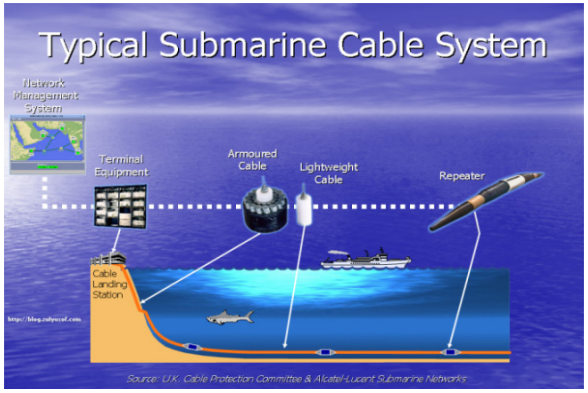


সম্মেলন কক্ষে Submarine Cable এর কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা

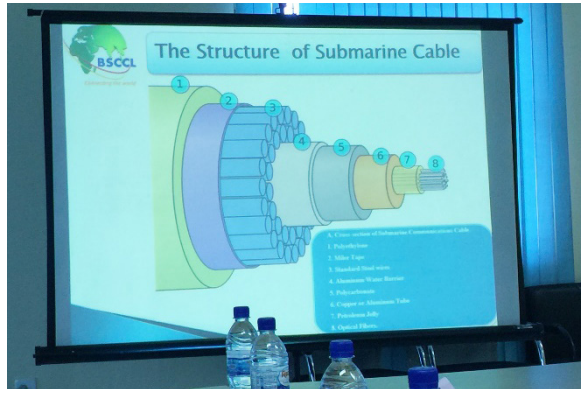


সম্মেলন কক্ষে Submarine Cable এর কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপনা

## বর্ণিত মতবিনিময় সভা এবং উপস্থাপনার আলোকে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে কর্মকর্তাবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়ে অবহিত হন

- Submarine Cable এর বিবর্তন ইতিহাস (Coaxial Cable হতে Fiber Optic Cable এ রুপান্তর)।
- সারা বিশ্বের মোট ১৪০টি আলাদা আলাদা Submarine Cable সম্পর্কে ধারণা।
- Submarine Cable এর টাইপ SEA-ME-WE4 এবং SEA-ME-WE5 সম্পর্কে ধারণা।
- Submarine Cable এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা পরিষদের কার্যক্রম।
- Submarine Cable এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা।
- বাংলাদেশের সাথে South East Asia–Middle East–Western Europe 4 (SEA-ME-WE 4) টাইপের Submarine Cable এর সাথে সংযুক্ত ১৪টি দেশের (Singapore, Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, Pakistan, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Sudan, Egypt, Italy, Tunisia, Algeria and France) ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা।
- কক্সবাজারের ঝিলংজাতে অবস্থিত Submarine Cable Landing Station হতে BTCL এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল স্থানে IIG (International Internet Gateway) এর মাধ্যমে Data Service এবং IGW (International Gateway) এর মাধ্যমে Mobile Voice Service বিতরণ ব্যবস্থাপনা।
- মতবিনিময় সভার পর সরেজমিনে বিএসসিসিএল এর সার্ভার রুম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাস্তবভিত্তিক নেটওয়ার্ক বিতরণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনকালে অফিসরুমের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সীমিত বলে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া প্রায় শতাধিক অপ্রয়োজনীয় নষ্ট ব্যাটারি একটি রুমে দেখা যায়। যা যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটলে প্রচণ্ড বিস্ফোরন ঘটাতে পারে। অনতিবিলম্বে এ সকল ব্যাটারি অপসারণ ও ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি আধুনিকরণের অনুরোধ জানানো হয়।

## সুপারিশসমূহ

- বাংলাদেশের ইন্টারনেট বিতরণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কক্সবাজারের ঝিলংজাতে অবস্থিত Submarine Cable Landing Station এ শিক্ষা সফরের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- Submarine Cable Landing Station এর অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- Submarine Cable Landing Station একটি কেপিআইভূক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সীমানা প্রাচীরসহ মূল ফটকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা।

## পাগলির বিল, উখিয়া, কক্সবাজারে কারা অধিদপ্তরের উন্মুক্ত কারা কারাগারের জমি পরিদর্শন

গত ১৬-২১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের মালয়েশিয়া সফরকালে Communality Rehabilitation Programme (CRP) পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশেও মালয়েশিয়ার সিআরপি এর আদলে একটি পুনর্বাসন কার্যক্রমের গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের গৃহীত উদ্যোগের ফলে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক উখিয়া উপজেলার ১৬০ একর খাস জমি উন্মুক্ত কারাগারের জন্য কারা অধিদপ্তরের নামে রেজিষ্ট্রি করে দেয়। ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের চিফ ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ বেলা ১১:০০ টায় পাগলির বিল, উখিয়ায় কারা অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ উন্মুক্ত কারাগারের জমি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালীন সময়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন। চিফ ইনোভেশন অফিসার মহোদয় এখন পর্যন্ত উন্মুক্ত কারাগার চালু জন্য গৃহীত কার্যক্রম নিয়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন।

উন্মুক্ত কারাগারের জন্য বরাদ্দকৃত জমির প্রবেশ মুখ

উন্মুক্ত কারাগারের জন্য বরাদ্দকৃত জমির প্রবেশ মুখ

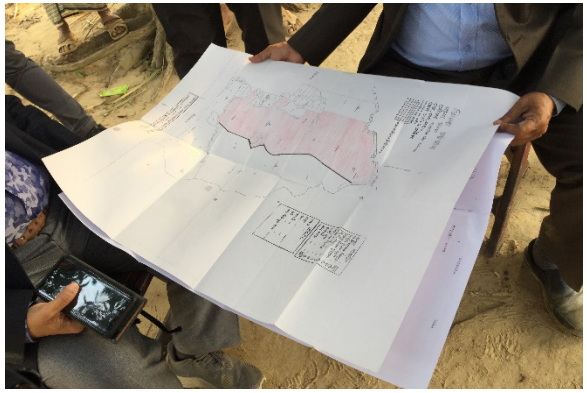

স্থানীয় জেলা প্রশাসন, কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় সভা

স্থানীয় জেলা প্রশাসন, কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময় সভা

## বর্ণিত মতবিনিময় সভা এবং উপস্থাপনার আলোকে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে কর্মকর্তাবৃন্দ নিম্নলিখিত বিষয়ে অবহিত হন

- উন্মুক্ত কারাগার সম্পর্কে ধারণা।
- মালয়েশিয়ার Communality Rehabilitation Programme (CRP) সম্পর্কে ধারণা।
- Communality Rehabilitation Programme (CRP) এর সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ে সম্পর্কের ধারণা।
- Communality Rehabilitation Programme (CRP) এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা।

## সুপারিশসমূহ

- উন্মুক্ত কারাগারের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬০ একর খাস জমির সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ দ্রুত শুরু করা।
- প্রকল্প প্রণয়নয়ের মাধ্যমে অন্যান্য কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

| | |
|---|---|
| **(মোঃ আইয়ুব হোসেন)**<br>প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল) ও<br>সদস্য-সচিব, শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন কমিটি<br>সুরক্ষা সেবা বিভাগ | **(ড. তরুণ কান্তি শিকদার)**<br>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) ও<br>আহবায়ক, শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন কমিটি<br>সুরক্ষা সেবা বিভাগ |

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**রূপকল্প** : আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বমানের ট্রাভেল ডকুমেন্ট ও ইমিগ্রেশন ব্যবস্থাপনা।

**অভিলক্ষ্য** : বাংলাদেশি নাগরিকের পাসপোর্ট ইস্যু ও বিদেশি নাগরিকের ভিসা ইস্যু এবং ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজ ও যুগোপযোগীকরণ।

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | পাসপোর্ট আবেদনের ক্ষেত্রে অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ | ই-পাসপোর্ট আবেদন দাখিলের জন্য "অনলাইন এপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম" চালু করা হয়েছে, যা ওয়েব পোর্টালের (http://epassport.gov.bd/) মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে। আবেদনকারী তার সুবিধাজনক সময়ে আবেদন দাখিলের জন্য অনলাইনে এপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন। | আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট অফিসে ইন্টারভিউ ও বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্টের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। সংশ্লিষ্ট অফিস নির্ধারিত সময়ে সক্ষমতা অনুযায়ী পাসপোর্ট আবেদন গ্রহণের বিষয়টি ব্যবস্থপনা করতে পারে। | বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১) |
| ২. | সুপার এক্সপ্রেস পাসপোর্ট ডেলিভারি সার্ভিস চালুকরণ | অতি জরুরি প্রয়োজনে রি-ইস্যু আবেদনে ৪৮/৭২ ঘন্টায় পাসপোর্ট প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | অতি জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা যাবে। | বাস্তবায়িত (২০২০-২০২১) |
| ৩. | ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালুকরণ | গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজিকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় অফিসসমূহে মোবাইল ইউনিট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | গুরুতর অসুস্থ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সহজে পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। | চলমান (২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১টি অফিসে চালুকৃত) |
| ৪. | সকল অফিসে ইলেক্ট্রনিক কিউ সিস্টেম স্থাপন (রেপ্লিকেশন) | সেবা নিতে আগত শতাধিত সেবা গ্রহীতাকে সুশৃঙ্খলভাবে যথাসময়ে সেবা প্রদান সম্ভব হতো না। সেবা গ্রহীতাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হতো। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ৪টি অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে উদ্যোগটি সারাদেশে রেপ্লিকেশন করা হবে। | আধুনিক পদ্ধতিতে সুশৃঙ্খলভাবে সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন। | চলমান (২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩টি অফিসে চালুকৃত) |

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ৫. | পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রি-পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম চালুকরণ | অনেক সময় পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন বিলম্বে পাওয়ার কারণে জরুরি পাসপোর্ট প্রদান বিলম্বিত হয়। এ কারণে জরুরি পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রি-পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাসপোর্ট আবেদনকারী পুলিশ ক্লিয়ারেন্সসহ আবেদন জমা করলে অতি জরুরি ফি প্রদান সাপেক্ষে ২/৩ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হবে। | অতি জরুরি প্রয়োজনে দ্রুত পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা যাবে। | চলমান (২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত উদ্যোগ) |
| ৬. | প্রধান কার্যালয়ে ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সেন্টার স্থাপন | ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট ইস্যু সহজিকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | সহজে ও দ্রুততম সময়ে ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। | চলমান (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গৃহীত উদ্যোগ) |
| ৭. | ই-টিপি চালুকরণ | বিভিন্ন কারণে অবৈধ হওয়া প্রবাসী বাংলাদেশী অথবা বিদেশে জন্মগ্রহণকারী/ অবস্থানকারী বাংলাদেশী যাদের হালনাগাদ পাসপোর্ট নেই তাদের স্বদেশে ফেরত আসার জন্য সংশ্লিষ্ট বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে হাতে লেখা ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করা হয়, যাতে অনেক ক্ষেত্রে তথ্য জালিয়াতি করার সুযোগ থাকে। এ কারণে ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (e-TP) চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (e-TP) চালু করা হলে পাসপোর্ট বিহীন প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনলাইনে গৃহিত আবেদনপত্র ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সার্ভারে সংরক্ষণ ও অনলাইনে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখার মাধ্যমে যাচাই পূর্বক ব্যক্তির প্রাক পরিচয় নিশ্চিত হয়ে বাংলাদেশি মিশন কর্তৃক ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট ইস্যু করা যাবে। | ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে ইমিগ্রেশন অফিসার সহজেই ট্রাভেল পারমিটের সঠিকতা যাচাই করতে পারবে। জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণ ও তথ্য জালিয়াতি রোধ করা সম্ভব হবে। | বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন (২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গৃহীত উদ্যোগ) |

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ৮. | হেল্পলাইনসহ (১৬১৬৩) কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র চালুকরণ | প্রত্যন্ত এলাকা হতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর বিভাগীয় /আঞ্চলিক অফিসগুলোতে এসে কোনো তথ্য জানতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। তাই তথ্যের জন্য সেবা গ্রহীতা অফিসে না এসে দালাল বা মধ্যসত্বভোগীদের সহায়তা হতে ভুল তথ্য পেয়ে হয়রানির শিকার হন। এ কারণে প্রধান কার্যালয়ে হেল্পলাইনসহ কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। | হেল্পলাইনসহ কেন্দ্রীয় তথ্য কেন্দ্র চালু হলে দূর দূরান্ত থেকে কেবল পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য জানতে বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে যেতে হবে না। হেল্পলাইনে ফোন করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। | চলমান (২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গৃহীত) |

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সেরা উদ্যোগ

## উদ্ভাবনের শিরোনাম

ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালুকরণ।

## পটভূমি

গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের পাসপোর্ট অফিসে লাইনে দাঁড়িয়ে বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট অনেক ক্ষেত্রে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এ সকল ক্ষেত্রে পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজিকরণের লক্ষ্যে ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## উদ্যোগের ফলাফল

এ উদ্যোগের ফলে গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার ও বায়োমেট্রিক প্রদানের সুযোগ পাবেন। এতে আবেদনকারীকে অফিসে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না এবং সহজে ই-পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে ই-পাসপোর্ট আবেদনের একটি ধাপ কমবে এবং যাতায়াত খরচ কমবে। এছাড়া, গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে পাসপোর্ট গ্রহণ করতে পারবেন।

## উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের যৌথ উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখ হতে উদ্যোগটির পাইলটিং বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে ৩ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্যোগটির পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়নের পরে বর্তমানে উদ্যোগটি সারাদেশে রেপ্লিকেশনের কার্যক্রম চলমান আছে।

## সুফলভোগী

গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ।

## ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমান্বয়ে দেশে সকল অফিসে এবং বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট সৃজন করা হবে।

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি এবং উত্তম চর্চা নিয়মিত অনুশীলন করা হচ্ছে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উত্তম চর্চার বিবরণ নিম্নরূপ:

## (১) ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট টিমের মাধ্যমে সেবাপ্রার্থী গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে পাসপোর্ট সেবা প্রদান

গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ই-পাসপোর্ট সেবা প্রাপ্তি সহজিকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসসমূহে মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল এনরোলমেন্ট টিম প্রেরণের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের পাসপোর্ট আবেদন গ্রহণসহ প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ফলে গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এ পর্যন্ত একটি অফিস থেকে মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশে সকল অফিসে এবং বিদেশস্থ মিশনসমূহে যন্ত্রপাতি প্রেরণের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট সৃজন করা হবে।

## (২) কোভিড সংক্রমণ ঝুঁকির মধ্যে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ অব্যাহত রাখা:

কোভিড সংক্রমণ পরিস্থিতিতে এ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হলেও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক পাসপোর্ট প্রিন্টিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের হাতে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

## (৩) প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ

কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে অনেক বেশী সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ০২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে ০২ থেকে ০৫ দিনের মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা দূর হয়েছে।

## (৪) ই-কিউ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এছাড়া, আওতাধীন ৪টি অফিসে ইলেকট্রনিক কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে সকল অফিসে চালু করা হবে। এর ফলে ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে প্রার্থীগণ পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

## (৫) অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ

পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থীদের হয়রানি রোধকল্পে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি ঢাকা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক ও ব্যাংক এশিয়া এবং এ-চালান ও ই-চালানের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে হয়রানি ও জালিয়াতি রোধ করা সহজ হয়েছে।

## (৬) অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন ও তথ্য যাচাইকরণ

পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এছাড়া, অনলাইনে জাতীয় পরিচয়পত্র ও জন্ম সনদ যাচাইয়ের মাধ্যমে আবেদনকারীর তথ্যের সঠিকতা নির্ধারণ করা যায়।

## (৭) মোবাইল এসএমএস সার্ভিস

পাসপোর্টের আবেদনের উপর গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নাম্বারে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।

## (৮) হজ্বযাত্রীদের জরুরি পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ বুথ স্থাপন

পবিত্র হজ্বে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে আওতাধীন অফিসসমূহে বিশেষ বুথ স্থাপন করা হয়েছে। এ বুথের মাধ্যমে হজ্ব যাত্রীদের পাসপোর্ট আবেদন গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

## (৯) আইপি ফোনের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা

আইপি ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে আওতাধীন অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে এবং অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথসময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

## (১০) সাপোর্ট সেল স্থাপন

প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৬৯টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৭২টি বাংলাদেশ মিশনে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট(এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা(এমআরভি) কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্কাইপি ও ভাইবারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

## (১১) মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী সেবাপ্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসগুলোতে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বৃদ্ধ ও অসুস্থ সেবাপ্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের প্রি ও বায়ো এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারেন।

## (১২) গণশুনানি আয়োজন

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত: ০১ দিন গণশুনানির ব্যবস্থা রয়েছে। গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ, সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

## (১৩) পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদযাপন

পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রমকে আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২০১৬ সাল হতে 'পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ' উদযাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্টের আবেদন, নির্ধারিত ফি ইত্যাদি কখন, কিভাবে জমা দিতে হবে সে সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কথিত মধ্যস্বত্বভোগীদের অযাচিত হস্তক্ষেপ হ্রাস পাচ্ছে।

## (১৪) হেল্পডেস্ক স্থাপন

প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। হেল্পডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

## (১৫) ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরভি অনুসন্ধান ও ই-মেইলে তথ্য প্রদান

এমআরপি, এমআরভি ও ই-পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এছাড়া, আবেদনকারীর ই-মেইলে ই-পাসপোর্ট আবেদনের হালনাগাদ তথ্য প্রেরণ করা হয়। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

## (১৬) ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান

প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেসবুক পেজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

## (১৭) বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন

বাংলাদেশ সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সেনা সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য পাসপোর্ট সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে সচিবালয় ও ঢাকা সেনানিবাসে ০২টি পৃথক বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

## (১৮) ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন

ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে আবেদন ফরম পূরণের বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই বোর্ড অনুসরণ করে একজন সেবাপ্রার্থী কারো সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারেন।

## (১৯) ওয়েটিং রুম স্থাপন

আগত সেবাপ্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## (২০) বাংলাদেশ ভূখন্ডে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম

বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বায়োমেট্রিক নিবন্ধন কার্যক্রম ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জনবল কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবৎ ১৪,৪২,৭২৪ জন রোহিঙ্গার নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কেউ বাংলাদেশি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট ডাটাবেজ যাচাই করে সহজেই তা সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

## (২১) মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন

মালয়েশিয়া প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্রুত সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদান এবং ঐ দেশের বাংলাদেশ মিশনকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মালয়েশিয়াতে অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিককে পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

## (২২) পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন

পাসপোর্ট সেবা গ্রহীতাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আলোকচিত্র

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নবনির্মিত ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি।

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নবনির্মিত ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

২৪ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি মহোদয় ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধন শুভ উদ্বোধন করেন।

১০ মে ২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন উত্তরাষ্ট্র পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

১০ মে ২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাব্বির হোসেন মহোদয় উত্তরাস্থ পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ূব চৌধুরী, এসজিপি, পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি মহোদয় ৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন।

১৪ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ূব চৌধুরী, এসজিপি, পিবিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি মহোদয় ই-গেইট স্থাপন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

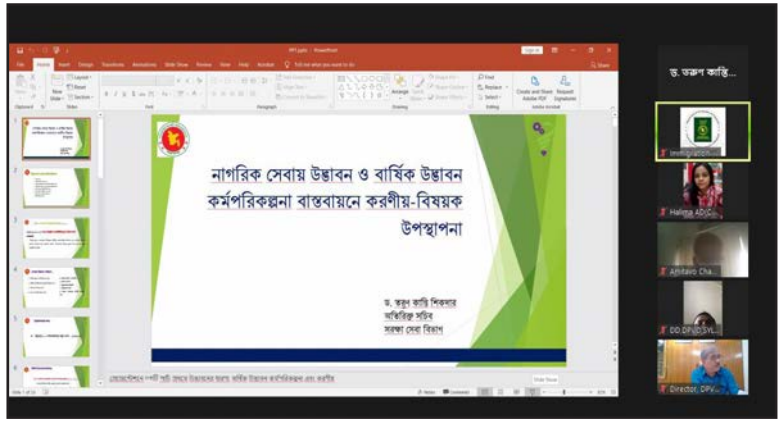


১৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে Zoom প্লাটফর্মে অনলাইনে অনুষ্ঠিত 'উদ্ভাবন ও সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ' বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. তরুণ কান্তি শিকদার

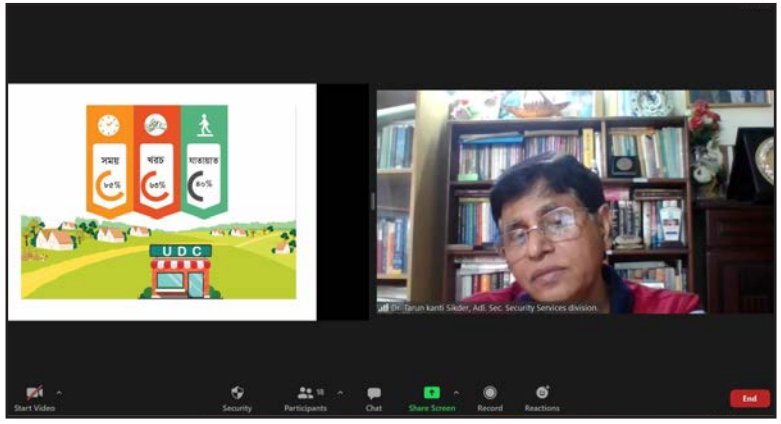


১৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে Zoom প্লাটফর্মে অনলাইনে অনুষ্ঠিত 'উদ্ভাবন ও সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ' বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. তরুণ কান্তি শিকদার

১৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে Zoom প্লাটফর্মে অনলাইনে অনুষ্ঠিত 'উদ্ভাবন ও সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ' বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব

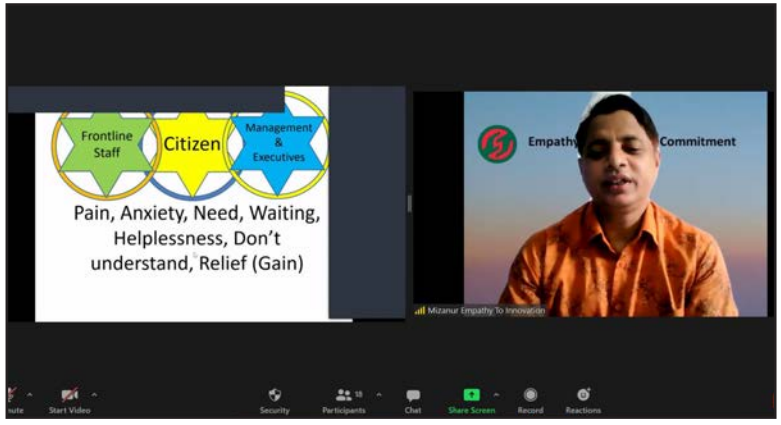


১৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে Zoom প্লাটফর্মে অনলাইনে অনুষ্ঠিত 'উদ্ভাবন ও সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ' বিষয়ে কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান

২৩ মে ২০২১ তারিখে Zoom প্লাটফর্মে অনলাইনে অনুষ্ঠিত 'নাগরিক সেবার মানোন্নয়নে উদ্ভাবন' বিষয়ে প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব মো: মাহবুবুর রহমান, মাস্টার ট্রেইনার, এটুআই রিসোর্স পুল

# ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

## সেবার নাম

মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট সেবা প্রদান।

## সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা

গুরুতর অসুস্থ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণের পাসপোর্ট প্রাপ্তি সহজিকরণ।

## তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা)

| বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ | পূর্ববর্তী ধাপের বর্ণনা (এমআরপি আবেদন) | প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ | পরিবর্তিত ধাপের বর্ণনা (ই-পাসপোর্ট আবেদন) |
|---|---|---|---|
| ধাপ-১ | আবেদনকারী কর্তৃক অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ | ধাপ-১ | অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ |
| ধাপ-২ | আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংকে/ অনলাইনে পাসপোর্ট ফি প্রদান | ধাপ-২ | ব্যাংকে/ অনলাইনে পাসপোর্ট ফি প্রদান |
| ধাপ-৩ | এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ | ধাপ-৩ | এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ |
| ধাপ-৪ | অফিসে উপস্থিত হয়ে লাইনে দাড়াঁনো | | - |
| ধাপ-৫ | আবেদনকারীর স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ | ধাপ-৪ | ই-পাসপোর্ট মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে আবেদনকারীর স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আবেদনপত্র গ্রহণ |
| ধাপ-৬ | বেসিক ডাটা ও পেমেন্ট ভেরিফিকেশন | ধাপ-৫ | বেসিক ডাটা ও পেমেন্ট ভেরিফিকেশন |
| ধাপ-৭ | বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট | ধাপ-৬ | বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট |
| ধাপ-৮ | আবেদনকারীকে বিতরণ স্লিপ প্রদান | ধাপ-৭ | আবেদনকারীকে বিতরণ স্লিপ প্রদান |
| ধাপ-৯ | ডকুমেন্ট স্ক্যান | ধাপ-৮ | ডকুমেন্ট স্ক্যান |
| ধাপ-১০ | তদন্তে প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ধাপ-৯ | তদন্তে প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |
| ধাপ-১১ | বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন | ধাপ-১০ | বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন |
| ধাপ-১২ | তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ধাপ-১১ | তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) |

| বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ | পূর্ববর্তী ধাপের বর্ণনা (এমআরপি আবেদন) | প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ | পরিবর্তিত ধাপের বর্ণনা (ই-পাসপোর্ট আবেদন) |
|---|---|---|---|
| ধাপ-১৩ | আবেদন অনুমোদন | ধাপ-১২ | আবেদন অনুমোদন |
| ধাপ-১৪ | পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন (প্রিন্টিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল) | ধাপ-১৩ | পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন (প্রিন্টিং এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল) |
| ধাপ-১৫ | ডাক বিভাগের নিকট মুদ্রিত পাসপোর্ট হস্তান্তর | ধাপ-১৪ | ডাক বিভাগের নিকট মুদ্রিত পাসপোর্ট হস্তান্তর |
| ধাপ-১৬ | ডাক বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মুদ্রিত পাসপোর্ট হস্তান্তর | ধাপ-১৫ | ডাক বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে মুদ্রিত পাসপোর্ট হস্তান্তর |
| ধাপ-১৭ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস দ্বারা পাসপোর্ট এক্টিভেশন | ধাপ-১৬ | আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস দ্বারা পাসপোর্ট এক্টিভেশন |
| ধাপ-১৮ | পাসপোর্ট বিতরণ | ধাপ-১৭ | পাসপোর্ট বিতরণ |
| ধাপ-১৯ | পাসপোর্ট গ্রহণ | ধাপ-১৮ | পাসপোর্ট গ্রহণ |

## TCV (Time, Cost, Visit) অনুসারে পূর্বের ও পরিবর্তিত পদ্ধতির তুলনা

| | ই-পাসপোর্ট আবেদনের সাধারণ পদ্ধতি | মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট আবেদন পদ্ধতি |
|---|---|---|
| সময় (দিন/ঘন্টা) | ২/৭/১৫ কর্মদিবস(ফি'র ভিত্তিতে)+৪ ঘন্টা ৩০ মি. | ২/৭/১৫ কর্মদিবস(ফি'র ভিত্তিতে) + ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট |
| খরচ (নাগরিক ও অফিসের) | নির্ধারিত সরকারি ফি + যাতায়াত খরচ (দুই বার) | নির্ধারিত সরকারি ফি + (এক বার) |
| যাতায়াত | দুই বা ততোধিক | ১ বার (আবেদনকারী কর্তৃক অথরাইজড বাহকের মাধ্যমে) |
| ধাপ | ১৯ টি | ১৮ টি |
| জনবল | ১০-১২ জন | ১০-১২ জন |
| দাখিলীয় কাগজপত্র | অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের কপি, অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমাদানের ব্যাংক রসিদ, জাতীয় পরিচয়পত্র/ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান পাসপোর্টের ফটোকপি, ছাড়পত্রের (NOC), অবসর গ্রহণের প্রমাণপত্র ও প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল সনদসমূহের (যেমনঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার ইত্যাদি) সত্যায়িত ফটোকপি। | অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের কপি, অনলাইনে পাসপোর্ট ফি জমাদানের ব্যাংক রসিদ, জাতীয় পরিচয়পত্র/ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান পাসপোর্টের ফটোকপি, ছাড়পত্রের (NOC), অবসর গ্রহণের প্রমাণপত্র ও প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল সনদসমূহের (যেমনঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ড্রাইভার ইত্যাদি) সত্যায়িত ফটোকপি। |

## লেখচিত্র

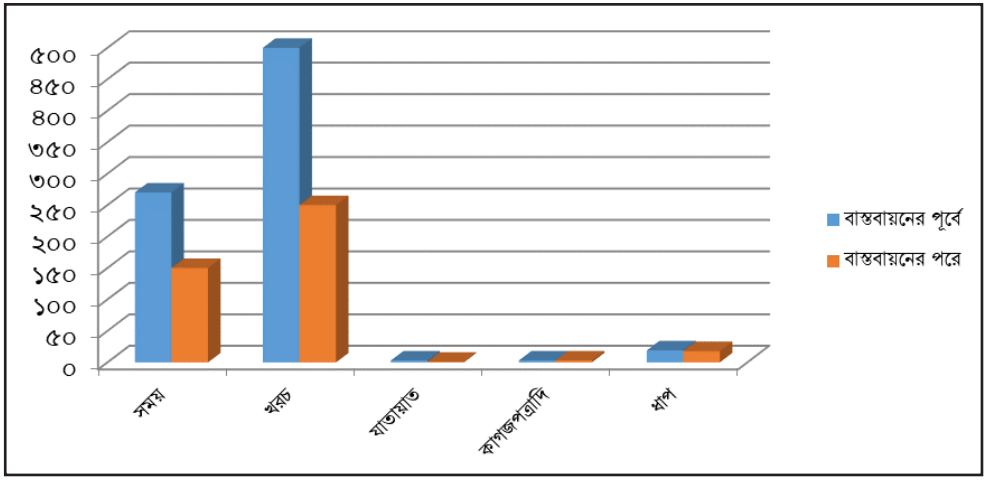


## ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রুপরেখা ২৬ জুলাই ২০২০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।
- উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা ১৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখে জুম অনলাইন প্লাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।
- উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ ২৩ ও ২৪ মে ২০২১ তারিখে জুম অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ২৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।
- সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ ২১ ও ২২ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জুম অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ২৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান করে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছে।
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন ১ মার্চ ২০২১ তারিখে মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

- সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ৯ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেছে।
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ 'ই-পাসপোর্ট অনলাইন এনরোলমেন্ট সিস্টেম' আঞ্চলিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী একটি ডিজিটাল-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের জন্য ই-পাসপোর্ট কারিগরি সহায়তা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের এবং সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন প্রকাশ করা হয়েছে।

## প্রসেস ম্যাপ: ই-পাসপোর্ট আবেদনের সাধারণ পদ্ধতি

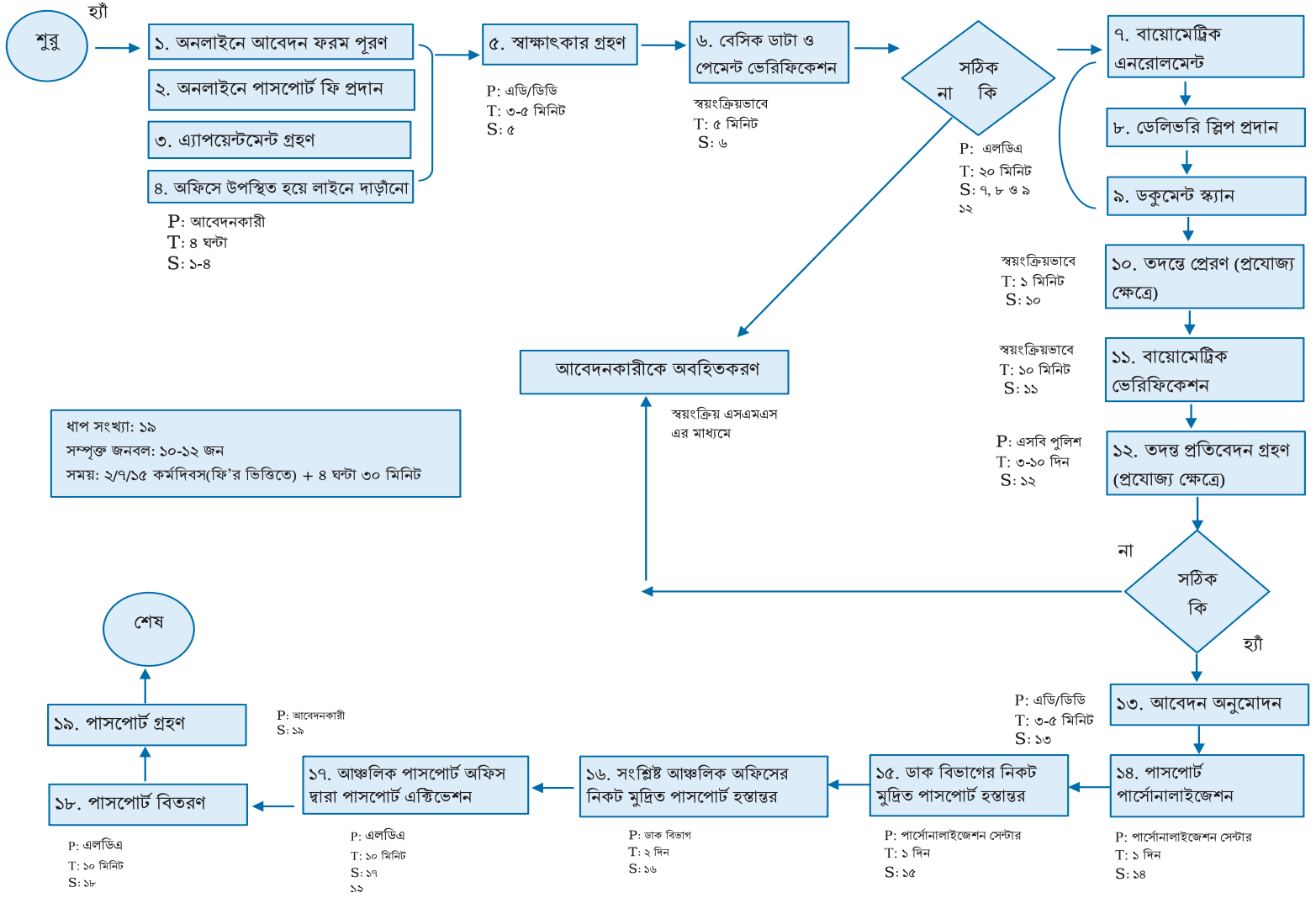

## প্রসেস ম্যাপ: মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট আবেদন পদ্ধতি

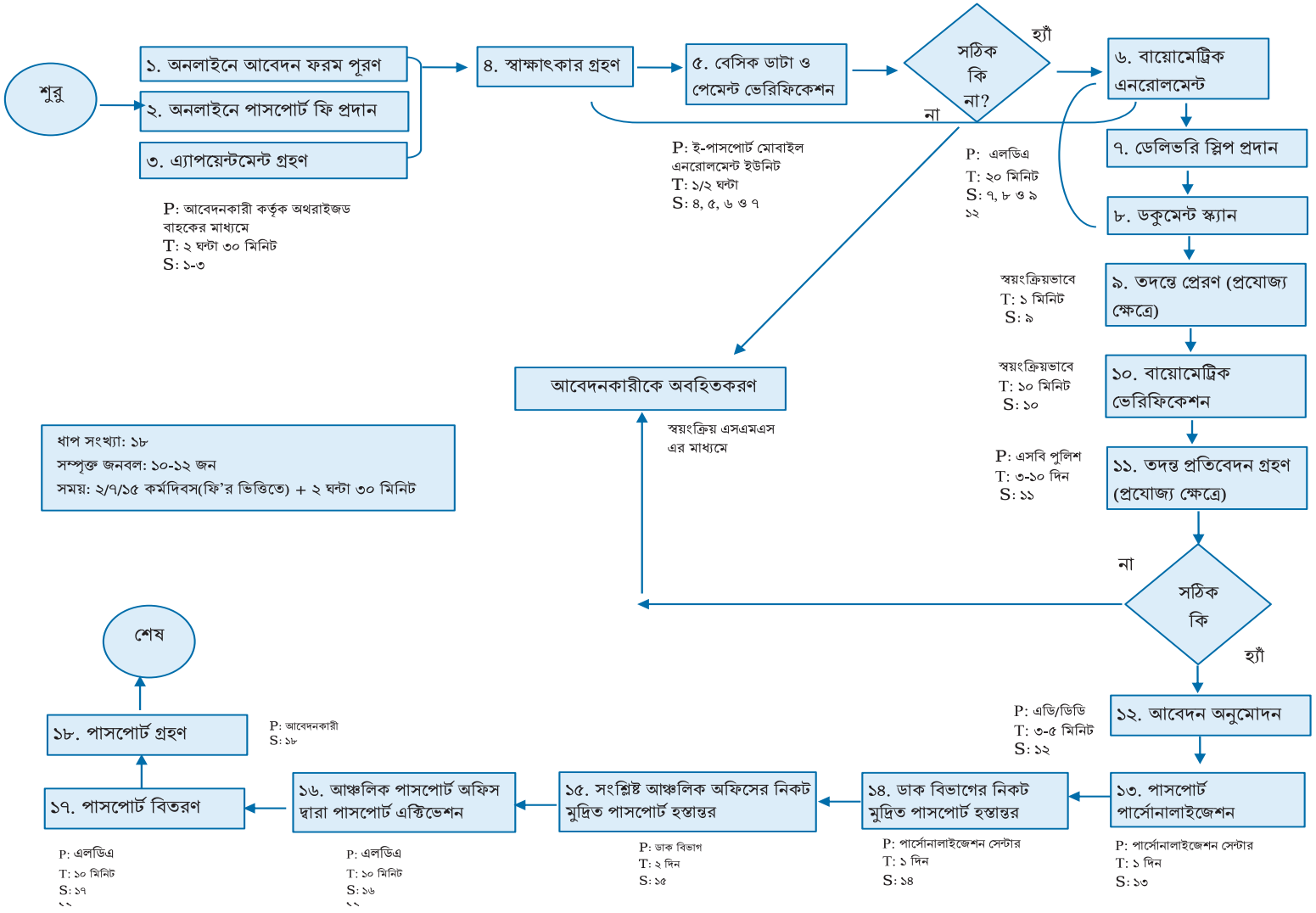

# মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**ভিশন :** মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

**মিশন :** দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

# মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মাদকবিরোধী অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃস্টি করা। এ ধরনের সচেতনতা সৃস্টিতে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় সমূহের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে। | মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃস্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। | চলমান (২০২০-২০২১) |
| ২ | অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন নারকোটিক্স | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর এক/একাধিক ভিডিওচিত্র নির্মাণ করা হবে। ভিডিও শেষে নৈব্যক্তিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিজয়ীকে অনলাইনে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য এ বিষয়ে 'মুক্তপাঠে' বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের ২৭টি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। | মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃস্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। | চলমান (২০২০-২০২১) |
| ৩ | প্যাথেডিন/মরফিন প্রাপ্তি স্থানের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ | দেশের বিভিন্ন জেলায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসীর অনুকূলে প্যাথেডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্স রয়েছে তা সংশ্লিষ্ঠদের জানা থাকে না। জরুরী ভিত্তিতে এ ওষুধের প্রয়োজন হলে ভোগান্তিতে পড়তে হয় এবং খরচ বেড়ে যায়। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণে অধিদপ্তর থেকে জেলা ভিত্তিক প্যাথে ডিন/মরফিন বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসীর নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে। ফলে জরুরী প্রয়োজনে নায্যমূল্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/ফার্মেসীর নিকট হতে তা সংগ্রহ করতে পারবে। | প্যাথেডিন/ মরফিন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। | চলমান (২০২০-২০২১) |

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ৪ | ডিএনসি লাইভ অপারেশনস মনিটরিং। | মাঠ পর্যায়ে/জেলাপর্যায়ে যে কোন অভিযানের সময় একটা Weblink/Andorid App এর মাধ্যমে User friendly Form এ Operations সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করলে প্রধান র্কাযালয়ে Google Map এর API ব্যবহার করে Map এ Operations এর ধরণ অনুযায়ী নিদিষ্টি স্থান সমূহে বিভিন্ন রংঙ্গে বিলিংক করবে এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তৎক্ষনাৎ প্রিন্ট করা যাবে। | সমগ্র দেশে জেলা পর্যায়ে কর্মকতা ও কর্মচারীর মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আগ্রহ বাড়বে এবং Dash Board এর মাধ্যমে সরাসরি সমগ্র দেশের জেলা পর্যায়ের মাদক অপরাধ দমন কার্যক্রম সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা সহজ হবে। অভিযানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরাসরি প্রধান কার্যালয় থেকে মনিটরিং করা সহজ হবে। | বাস্তবায়িত তবে বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানেও চলমান। (২০১৮-১৯) |
| ৫ | এডিকশন প্রফেশনালদের মধ্যে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান। | সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের মধ্যে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। | মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার মান উন্নত হবে এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা যাতে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে তার ব্যবস্থা হবে। এডিকশন প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতার উন্নতি সাধন করা হচ্ছে যা সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। | বাস্তবায়িত তবে বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমানেও চলমান। (২০১৭-১৮) |
| ৬ | Digital anti Narcotics campaign. | ফেসবুক/ইউটিউবের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কতৃক নির্মিত মাদক বিরোধী নাটক-নাটিকা, প্রমাণ্যচিত্র, ফিলার ইত্যাদি প্রচার করা। এছাড়া এলইডি ও কিওস্ক এর মাধ্যমেও উক্ত নাটক-নাটিকা, প্রামাণ্যচিত্র ও ফিলার প্রচারের ব্যবস্থা করা। | কম সময়ে স্বল্প খরচে বিপুল সংখ্যক মানুষকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সর্ম্পকে সচেতন করা সম্ভব। যেকোন ব্যক্তি মতামত, অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবে যা অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করবে। এর ফলে অধিদপ্তরের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের মতামত অধিদপ্তরের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হবে। | চলমান (২০১৯-২০২০) |

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ৭ | DNC Hotline | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবা সমূহ সম্পর্কে পরামর্শ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে হটলাইন চালু করা। | তৃণমূল পর্যায়ে জনগণ হতে হটলাইনের মাধ্যমে সরাসরি তাৎক্ষনিক গোপন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে এবং সে আলোকে তাৎক্ষনিক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া হটলাইনের মাধ্যমে মাদকাসক্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া লাইসেন্স ও পারমিট সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। | বাস্তবায়িত (২০১৯-২০২০) |

# মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

## উদ্ভাবনের শিরোনাম

DNC Hotline

## পটভূমি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবা সমূহ সম্পর্কে সাধারন মানুষের মধ্যে আগ্রহী থাকলেও কিভাবে সে সেবা পাওয়া যায় তা অবগত না থাকায় সেবাপ্রাপ্তিতে বাধগ্রস্থ হতে হতো। মাদক অপরাধ সর্ম্পকে কোন পরার্মশ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে সরাসরি কোন ব্যবস্থা না থাকায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা যেত না। জনগনের দোর গোড়ায় সেবা নিশ্চিতকল্পে ডিএনসিতে হটলাইন (+৮৮০ ১৯০৮-৮৮৮ ৮৮৮) চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

## উদ্যোগের কল্যাণ

এই উদ্যোগের ফলে দেশ-বিদেশের যেকোন স্থান হতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সেবা সর্ম্পকে অবগত হওয়ার সুযোগ থাকবে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা গ্রহণে সরকারী-বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্রের তথ্য সরাসরি পাওয়া যাবে। মাদক অপরাধ দমনে যেকোন তথ্য সরাসরি সেবা প্রদান কারীর নিকট উপস্থাপনের সুযোগ থাকায় সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

## উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম

| ক্রমিক | সদস্যের নাম ও পদবী | ঠিকানা |
|---|---|---|
| ১ | জনাব মো: আজিজুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) ও ইনোভেশন অফিসার | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর<br>প্রধান কার্যালয়, ঢাকা |
| ২ | জনাব মো: মোস্তাক মামুন খান, সিস্টেম এনালিস্ট | |
| ৩ | জনাব মো: রবিউল ইসলাম, উপপরিচালক ( নিরোধ শিক্ষা) | |
| ৪ | জনাব মোহাম্মদ মামুন, উপপরিচালক (প্রশাসন) | |
| ৫ | জনাব মো: বজলুর রহমান, সহকারী পরিচালক (অপারেশন্স) | |
| ৬ | জনাব মোহা: জিল্লুর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | |
| ৭ | জনাব উর্মি দে, সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা ও পূনর্বাসন) | |

# মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

## (১) এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে

মাদকবিরোধী প্রচারের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে এলইডি কিওস্ক ডিসপ্লে ডিভাইস নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে।

## (২) ডিজিটাল ভ্যান

মাদকবিরোধী প্রচারেরক্ষেত্রে নতুন সংযোজন হচ্ছে ডিজিটাল ভ্যান। এসব ভ্যান দিয়ে ঢাকা শহরে ১৫ দিনব্যাপী প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়।

## (৩) মাদকবিরোধী ফুটবল ম্যাচ

'মাদকের বিরুদ্ধে ফুটবল' স্লোগানকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন জেলায় মাদকবিরোধী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে যা জনসাধারণের মাঝে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে একটি কার্যকর ইভেন্ট হিসেবে কাজ করেছে।

## (৪) ফেস্টুন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের ভয়াবহতা রোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব' তুলে ধরে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এর তাৎপর্যবহ ফেস্টুনের শুভ উদ্বোধন করেন।

## (৫) মাদকবিরোধী জেলা সমাবেশ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর স্থানীয় সংসদ সদস্য, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন এবং সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭ সাল থেকে মাদকবিরোধী জেলা সমাবেশ করে আসছে।

## (৬) ফেইসবুক ভিত্তিক প্রচার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক অপরাধ ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেইসবুক পেইজ এ প্রতিদিন আপলোড অব্যাহত রেখেছে।

## (৭) টিভিসি ভিত্তিক প্রচার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১৬টি মাদকবিরোধী টিভিসি তৈরি করে। উক্ত টিভিসিগুলো ১০টি টিভি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন আকারে প্রচার করা হয়েছে।

## (৮) কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন

দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদক সেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারা বন্দিদেরকে মাদকের কূফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে।

## (৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী কার্যক্রম

বর্তমান প্রজন্মকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াসে ৩১,৯০৭ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া, ব্যবহার্য স্কেলে মাদকের কুফল বর্ণনা করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে।

## (১০) মাদকাসক্তি নিরাময়ে ইকো প্রশিক্ষণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তি চিকিৎসায় নিয়োজিত এডিকশন প্রফেশনালদের জন্য ইকো প্রশিক্ষণ চালু করেছে। পাশাপাশি নিজস্ব কর্মকর্তাদের মাদকাসক্তি নিরাময় চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেওয়ার জন্য এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। Colombo Plan International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলর এরূপ ১৪জন ব্যক্তিকে ৯টি কারিকুলামের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ট্রেইনারগণ মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিতদের ইকো প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

## (১১) বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র মনিটরিং

মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের জন্য বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলো নিয়মিত মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করছেন। পরিদর্শনের পরামর্শ অনুযায়ী সেবা প্রদানের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা হচ্ছে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## (১২) সরকারি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সহজীকরণ

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থানান্তরের জন্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং এর ফলে কেন্দ্র স্থানান্তরের প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা সহজীকরণ করা হয়েছে।

## (১৩) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ মাদকাসক্ত রোগী রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে তাদের চিকিৎসার সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। এ জন্য সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে এ পর্যন্ত মোট ৩৫৮টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে মাদকাসক্ত রোগীরা সহজেই চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে এবং সেবা প্রদানের ব্যাপ্তি আনেকগুন বেড়েছে।

## (১৪) কেন্দ্রিয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সদয় পরামর্শ অনুযায়ী মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ কেন্দ্রিয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা ৫০ হতে ১০০ তে উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা ব্যতীত বাকী ০৭টি বিভাগীয় শহরের প্রতিটিতে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

## (১৫) ডোপ টেস্ট

ডোপটেষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। সরকারি চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে ডোপটেস্ট চালুর নিমিত্ত ডোপটেস্ট নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

## (১৬) শ্রেষ্ঠ কর্মী নির্বাচন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ শ্রেষ্ঠকর্মী মুল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

## (১৭) অস্থায়ী চেকপোস্ট

দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে।

## (১৮) ফিল্ড ফোর্স লোকেটর চালু

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে স্বচ্চতা, জবাবদিহীতা ও গতিশীলতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ফিল্ড ফোর্স লোকেটর চালু করা হয়েছে।

## মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ রুপরেখা প্রকাশ
- উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের দুইটি কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজন
- উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন
- সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন
- উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ
- ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি
- উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন
- একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শোকেসিং) আয়োজনকরণ এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন
- একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন
- উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক সনদপত্র/ক্রেস্ট প্রদান
- উদ্ভাবকগণকে দেশে নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ
- একটি ডিজিটাল-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন
- একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নকরণ এবং সারাদেশে সম্প্রসারণ/রেপ্লিকেশনকরণ
- মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
- বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের এবং সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা

# মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আলোকচিত্র

প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টশন কর্মশালা

প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টশন কর্মশালা

প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টশন কর্মশালা

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক Narcotics Information Management System (NIMS) উদ্বোধন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক কিয়স্ক উদ্বোধন।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে সরকারি অনুদান প্রদান।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অধিদপ্তরের কর্মচারিদের মধ্যে রেশন কার্ড প্রদান।

# মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

## সেবার নাম

সালফিউরিক এসিড ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড আমদানির লাইসেন্স এর অনাপত্তিপত্র প্রদান।

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ১. মহাপরিচালক বরাবর আবেদন দাখিল<br>২. শাখায় প্রেরণ<br>৩. শাখা হতে নথিতে উত্থাপন<br>৪. নথিতে অনুমোদনের পর জেলা কার্যালযে তদন্তের জন্য প্রেরণ<br>৫. জেলা কার্যালয় তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল<br>৬. বিভাগীয় কার্যালয় হতে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ<br>৭. প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদনের পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ।<br>৮. জেলা কার্যালয় হতে অনাপত্তিপত্র ইস্যু | ১. জেলা কার্যালয় বরাবর আবেদন দাখিল।<br>২. জেলা কার্যালয় তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল<br>৩. বিভাগীয় কার্যালয় হতে অনুমোদনের পত্র সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ।<br>৪. জেলা কার্যালয় হতে অনাপত্তিপত্র ইস্যু |

## প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন | ১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন |
| ২. আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্টের ১ম ৪ পৃষ্ঠার সত্যায়িত অনুলিপি | ২. আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র |
| ৩. দু'কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি | ৩. দু'কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি |
| ৪. যে ভবনে/ঘরে প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত তার মালিকানার স্বপক্ষে সর্বশেষ প্রচারিত খতিয়ান/ক্রয়কৃত হলে মূল ক্রয় দলিলের অনুলিপি, নামজারি খতিয়ানের কপি এবং হালসন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলের কপি | ৪. যে ভবনে/ঘরে প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত তার মালিকানার স্বপক্ষে সর্বশেষ প্রচারিত খতিয়ান/ক্রয়কৃত হলে মূল ক্রয় দলিলের অনুলিপি, নামজারি খতিয়ানের কপি এবং হালসন পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলের কপি |

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ৫. ভাড়া ভবনে/ঘরে অবস্থিত হলে বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৯০ অনুসরণে চুক্তিপত্র এবং সর্বশেষ ভাড়া পরিশোধের রসিদ | ৫. ভাড়া ভবনে/ঘরে অবস্থিত হলে বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৯০ অনুসরণে চুক্তিপত্র এবং সর্বশেষ ভাড়া পরিশোধের রসিদ |
| ৬. প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স (যদি থাকে) | ৬. প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স (যদি থাকে) |
| ৭. প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ আমদানি নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র | ৭. প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ আমদানি নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র |
| ৮. মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এন্ড আর্টিকেল এসোসিয়েশন এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৮. প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ আয়কর প্রত্যয়নপত্র |
| ৯. অডিট রিপোর্ট | ৯. বিস্ফোরক অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া মানচিত্র |
| ১০. ট্রেডমার্ক সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১০. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর হালনাগাদ সনদপত্র |
| ১১. প্রতিষ্ঠানটির হালনাগাদ আয়কর প্রত্যয়নপত্র | ১১. বিস্ফোরক অধিদপ্তরের হালনাগাদ সনদ |
| ১২. প্রতিষ্ঠানটির খসড়া মানচিত্র | ১২. হালনাগাদ এসিড ব্যবহার/বিক্রির লাইসেন্স |
| ১৩. গোডাউনের খসড়া মানচিত্র (যদি থাকে) | ১৩. উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) কারখানা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স |
| ১৪. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর হালনাগাদ সনদপত্র | ১৪. পরিবেশ অধিদপ্তরের হালনাগাদ ছাড়পত্র |
| ১৫. বিস্ফোরক অধিদপ্তরের হালনাগাদ সনদ | ১৫. প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা |
| ১৬. হালনাগাদ এসিড ব্যবহার/বিক্রির লাইসেন্স | |
| ১৭. উপ-প্রধান পরিদর্শক (সাধারণ) কারখানা প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স | |
| ১৮. পরিবেশ অধিদপ্তরের হালনাগাদ ছাড়পত্র | |
| ১৯. প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা | |
| ২০. প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক সলভেন্সির সনদ | |
| ২১. আবেদনকারী সম্পর্কে পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট | |

## নিষ্পত্তির সময়

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ৩৫ কার্যদিবস | ১৭ কার্যদিবস |

## TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ

| ক্ষেত্র | বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|---|
| সময় | ৩৫ কার্যদিবস | ১৭ কার্যদিবস |
| খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক) | (০ ) শূন্য | (০ ) শূন্য |
| ভিজিট | ০৩ কার্যদিবস | ০১ কার্যদিবস |
| ধাপ | ০৮টি | ০৪টি |
| জনবল + কমিটি | - | - |
| সেবা প্রাপ্তির স্থান | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয় |
| দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা | ২১টি | ১৫টি |

## বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

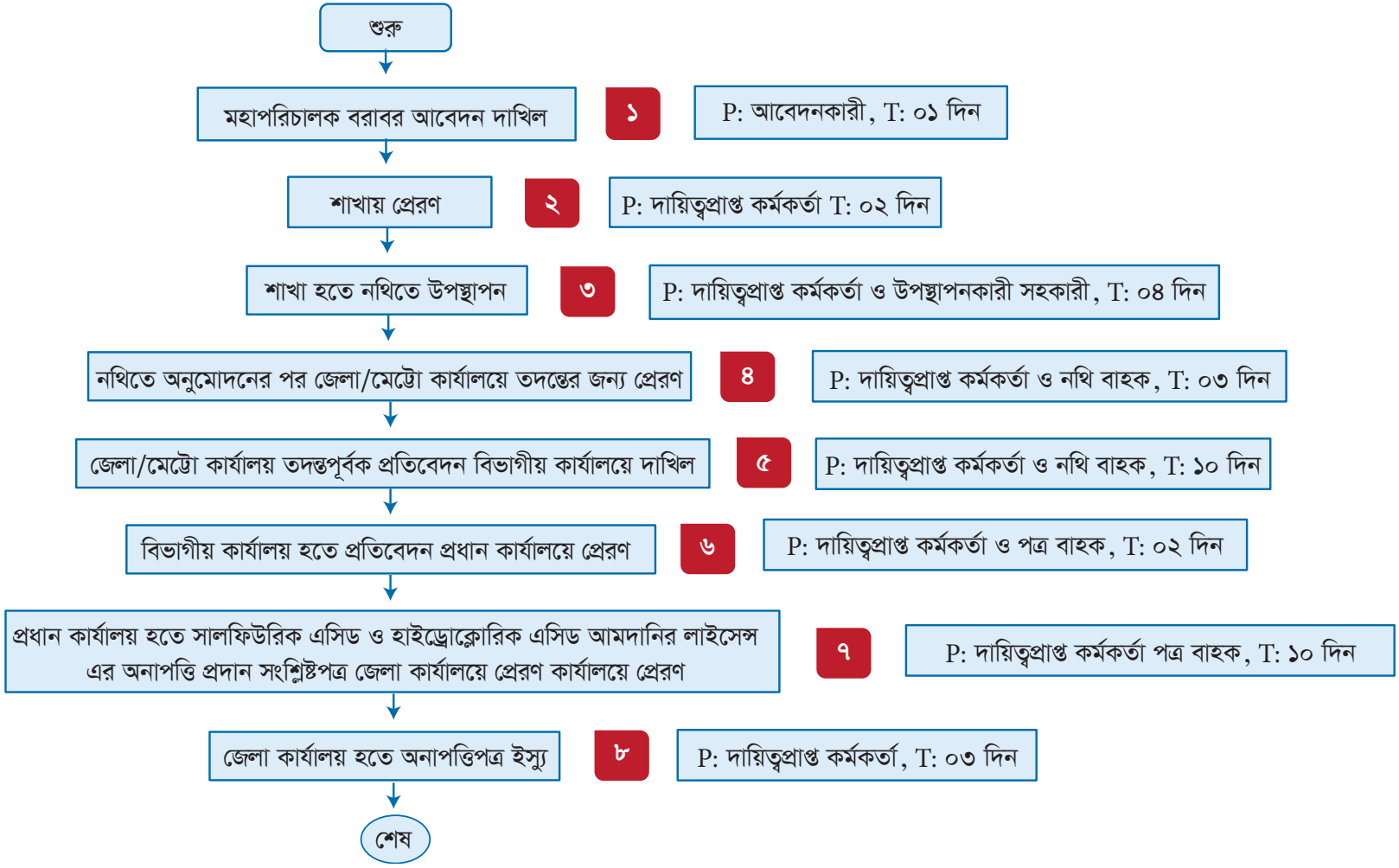

## প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

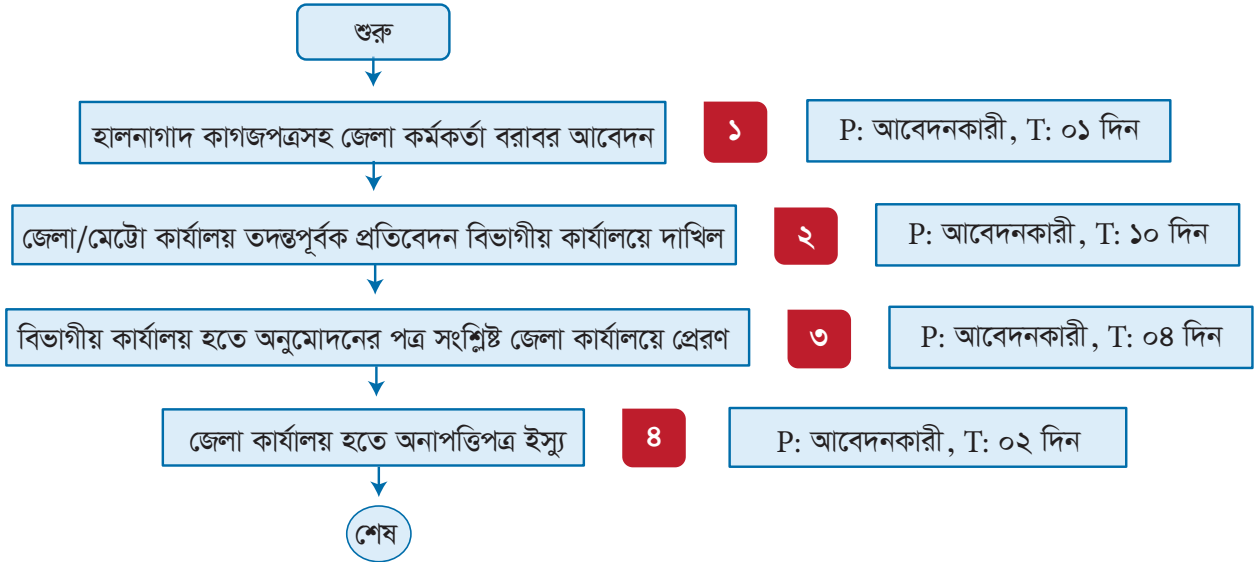

# কারা অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**ভিশন :** রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ।

**মিশন :** বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও বন্দিদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বন্দিদের সাথে মানবিক আচরণ করা, যথাযথ ভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা, এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাত নিশ্চিত করা এবং একজন সুনাগরিক হিসাবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

# কারা অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ১. | এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/ খালাস এর তথ্য প্রদান | বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/ খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারবে। | স্বজনদের বন্দির অবস্থান, জামিন/ খালাস এর তথ্য প্রাপ্তি সহজ হবে। | বাস্তবায়িত |
| ২. | হাইকোর্টে আপিল প্রক্রিয়া সহজিকরণ | কারা বন্দিদের জেল আপিল দাখিল, জেল আপিলের অগ্রগতি এবং ফলাফল সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হওয়ার জন্য একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপের মাধ্যমে জেল আপিল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। | কারা বন্দিদের জেল প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত তথ্য জানা সহজতর হবে। | চলমান |
| ৩. | হট নাম্বার চালুকরণ | আত্মীয় স্বজন কর্তৃক বন্দি সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট কারাগারে গিয়ে জানতে হয়। অনেক সময় অনেক বন্দি অন্য কারাগারে বদলি হয়ে গেলে তথ্য না জানার কারনে কারাগারে গিয়ে ফেরত আসতে হয়। বন্দির আত্মীয় স্বজনের বর্ণিত দূর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে যেন একটি নাম্বার এ ফোন দিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়, এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। | কারাগারে না এসেও দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে কারাগার বা বন্দি সংক্রান্ত বৈধ তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হবে। | চলমান |
| ৪. | ওয়েস্টেজ ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইউজেস | কারাগারসমূহে সঠিক প্রক্রিয়ায় ওয়েস্টেজ ম্যানেজম্যান্ট এবং তার সঠিক ব্যবহার করা গেলে কারা এলাকা যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে তেমনি পরিবেশ ও দূষণমুক্ত থাকবে। এ লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে প্রাথমিকভাবে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। | পচনশীল আবর্জনা জৈবসার এবং অপচনশীল আবর্জনা রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে কারা চত্বর আবর্জনামুক্ত রাখা যাবে। | চলমান |

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ৫. | ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ | বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহণ, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হবে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে সেবা প্রদানের জন্য ০২(জন) কারারক্ষী এবং ইনচার্জ হিসেবে একজন ডেপুটি জেলার দায়িত্বে থাকবেন। | ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু হলে সেবা প্রার্থীরা এক জায়গায় স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সকল সেবা প্রাপ্ত হবে | বাস্তবায়িত (২০১৯-২০২০) |
| ৬. | মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বন্দিদের ব্যক্তিগত ক্যাশে টাকা প্রেরণ | বন্দিদের ব্যক্তিগত ক্যাশে টাকা জমা দিতে তাদের স্বজনদের অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে সময় ও খরচ দুটোই অনেক বেশি লাগে। সেবা প্রার্থীদের সময়, খরচ ও ভোগান্তি কমাতে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। | মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধা জনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে। | বাস্তবায়িত (২০১৯-২০২০) |
| ৭. | কারা বন্দিদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা | কারাগারে অবস্থানরত আগ্রহী বন্দিদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যহত না হয় সে বিষয়ে কারা বন্দিদের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। | কারা বন্দিদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে। | বাস্তবায়িত (২০১৯-২০২০) |
| ৮. | আল্ট্রাভায়োলেট হিডেন সিল | কারাভ্যন্তরে ভিজিটর ও বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণ কালি দিয়ে যে সিল দেয়া হয় তা সহজে মুছে ফেলা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারসাজির মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা সম্ভব। | আল্ট্রাভায়োলেট হিডেন সিল ব্যবহৃত হলে ভিজিটর/বহিরাগত এবং বন্দির নিরাপত্তা প্রদান সহজ হবে। | বাস্তবায়িত |

# কারা অধিদপ্তরের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

## উদ্ভাবনের শিরোনাম

এসএমএস ও অ্যাপের এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান

## পটভূমি

কারাবন্দির অবস্থানগত তথ্য তাদের স্বজনদের জানানোর জন্যই মূলতঃ এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কারাগারে অবস্থানরত বন্দিদের বিভিন্ন কারণে অবস্থানের পরিবর্তন হয় যেমন:

১) জামিনে মুক্তি
২) সাজা ভোগ শেষে মুক্তি
৩) অন্য কারাগারে বদলি
৪) বাহির হাসপাতালে অবস্থান
৫) রিমান্ড

বন্দির স্বজনগণ সাধারণত বন্দির অবস্থান পরিবর্তনের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানতে পারেন না। যার ফলে অনেক সময় তারা অজ্ঞতাবশতঃ দেখা সাক্ষাতের জন্য কারাগারে চলে এলে দুর্ভোগে পড়েন।

## উদ্দেশ্য

বন্দির স্বজনদের তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য প্রদান করে তাদের দুর্ভোগ/ভোগান্তি কমানোর উদ্দেশ্যে এই অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

## উদ্যোগের কল্যাণ

১. বন্দির স্বজন বন্দির অবস্থান পরিবর্তনের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে ঘরে বসেই পাবেন।

২. বন্দির স্বজনের সময় ও অর্থের অপচয় হবে না এবং ভোগান্তি কম হবে।

৩. বন্দি তার অবস্থান পরিবর্তনের তথ্য তার স্বজন অবহিত আছে জানতে পেরে মানসিক প্রশান্তিতে থাকবে।

৪. কোন নির্দিষ্ট সময়ে কতজন বন্দি জামিনে মুক্তি পেয়েছে, সাজাভোগ শেষে মুক্তি পেয়েছে, বদলি হয়েছে কিংবা হাসপাতালে গিয়েছে তার নির্ভুল তথ্য দ্রুততম সময়ে পাওয়া যাবে।

৫. তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট বন্দি কবে কখন মুক্তি পেয়েছে তা অ্যাপ সার্চ করে অতি দ্রুততার সাথে জানা যাবে।

৬. কেন্দ্রীয়ভাবে অ্যাপটি নিয়ন্ত্রন করা যাবে বিধায় যেকোন পরিসংখ্যান স্বল্প সময়ে কারা মহাপরিদর্শক অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

৭. অনেক সময় বিভিন্ন প্রতারকচক্র বন্দির বদলি বা হাসপাতালে প্রেরণ সংক্রান্ত ভূয়া/মিথ্যা তথ্য প্রদান করতঃ বন্দির স্বজনের নিকট হতে অর্থ হাতিয়ে নেয় যা এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রতিহত করা সম্ভব হবে।

## উদ্ভাবন বাস্তবায়ন টিম

| ক্রমিক | সদস্যের নাম ও পদবী | ঠিকানা |
|---|---|---|
| ১ | জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপ-মহাপরিদর্শক | কারা অধিদপ্তর |
| ২ | জনাব সুরাইয়া আক্তার, সহকারী কারা মহাপরিদর্শক | কারা অধিদপ্তর |
| ৩ | জনাব সুভাষ কুমার ঘোষ, সিনিয়র জেল সুপার (ভারপ্রাপ্ত) | ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ |
| ৪ | জনাব মোহাম্মদ মাহাবুবুল ইসলাম, জেলার | ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ |

# কারা অধিদপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

১. কারাগারে মাদকসক্ত বন্দিদের জন্য পৃথকভাবে দেশের ৬০টি কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট চালু রয়েছে এবং অবশিষ্ট ৮টি কারাগারে মাদকাসক্তি নিরাময় ইউনিট চালু করার কার্যক্রম ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে।

২. বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা ও গ্রহণ, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য অনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা ২০১৯ সাল থেকে চলমান রয়েছে।

৩. বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয় স্বজনের টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ সহজতর হচ্ছে যা ২০১৮ সালে পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু হয় এবং করোনা মহামারিতে বন্দিদের দেখা সাক্ষাত বন্ধ থাকায় সকল কারাগারে চলমান।

৪. মোবাইল ব্যাংকিং (বিকাশ ও নগদ) এর মাধ্যমে কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে যা ১৯ এপ্রিল ২০২০ সাল থেকে চলমান।

৫. দেশের প্রতিটি কারাগারে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩৪টি ডাবল ফেইজ লাইন বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, ১৩টি কারাগারে ২০০৭ সাল থেকে বর্তমানে কার্যক্রম চলমান ও ২১টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোজনের কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু করা হবে।

৬. বন্দিদের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং একাধিক বার কারাগারে প্রবেশকারী বন্দিদের সহজেই সনাক্ত করা ও বন্দি মুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর হবে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭. কারাগারে আটক কয়েদি বন্দিদের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদেরকে পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবৎ মোট ২২,৪৮৮ জন কয়েদি বন্দিদেরকে ৬৪,৫০,৮১৯ টাকা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৭টি কেন্দ্রীয় /জেলা কারাগারে সংশ্লিষ্ট কয়েদি বন্দিদের পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে যা ২০১৮ সাল থেকে চলমান। অন্যান্য কারাগারে উৎপাদন সম্পসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮. মেডিটেশনের মাধ্যমে বন্দিদের সুশৃঙ্খল হওয়া, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ কার্যক্রম ২০০৭ সাল থেকে চলমান।

৯. প্রতিমাসে একবার বন্দিদের অভিযোগ/মতামত শোনার জন্য কারাবন্দিদের উপস্থিতিতে দরবার এর আয়োজন ২০০৭ সাল থেকে চলমান।

১০. বন্দিদের জন্য সুপেয় ঠান্ডা পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে কিছু কারাগারে ওয়াটারকুলার স্থাপন করা হয়েছে যা ২০১৭ সাল থেকে চলমান।

১১. সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার কারা মহাপরিদর্শক এর সাথে সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর অভিযোগ/অনুযোগ শ্রবণ ও সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

১২. কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধার্থে অধিদপ্তর ভবনের প্রতি তলায় পানির ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে যা ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

১৩. কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩ কাঠা ও ৫ কাঠা বিশিষ্ট প্লটের আবাসন প্রকল্প ২০১৫ সাল থেকে চালুকরণ করা হয়েছে।

১৪. নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে কারা অধিদপ্তরে Turned Style Access Control গেট ২০১৭ সালে স্থাপন করা হয়েছে।

১৫. কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বন্দিদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরের ভিতরে খেলাধুলার আয়োজন এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশ গ্রহণ কার্যক্রম ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

১৬. বন্দিদের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে শরীর চর্চার আয়োজন ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

১৭. বন্দিদের মানসিক বিষন্নতা দূরীকরণের জন্য কারাভ্যন্তরে বিনোদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

১৮. বন্দিদের মাঝে মাদক বিরোধী প্রচারণা পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং যা ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

১৯. বন্দিদের পড়াশোনা, মানসিক উৎকর্ষ সাধনে কারাভ্যন্তরে পাঠাগার স্থাপন কার্যক্রম যা ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

২০. কারাভ্যন্তরে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সুবিধার্থে ও ২০১৪ সালে ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে।

২১. কারাভ্যন্তরে নিরক্ষর বন্দিদের মৌলিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

২২. কারাভ্যন্তরে নিরক্ষর বন্দিদের স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান কার্যক্রম ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

২৩. কারাভ্যন্তরে মায়ের সাথে থাকা শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

২৪. মহিলা বন্দিদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

২৫. পুরুষ বন্দিদের ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

২৬. বন্দিদের সাথে আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাতকক্ষে পর্যাপ্ত বসার স্থান এবং ফ্যানের ব্যবস্থা ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

২৭. দরিদ্র, অসহায় ও অস্বচ্ছল বন্দিদের আইন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ২০১৪ সাল থেকে চলমান।

২৮. বন্দিদের সাথে সাক্ষাতপ্রার্থী আত্মীয়-স্বজনের জন্য ২০১৪ সাল থেকে টয়লেটের ব্যবস্থাকরণ।

২৯. কারারক্ষীদের জন্য বিভিন্নরকম ক্রীড়া সামগ্রী ২০১৪ সাল থেকে প্রদান করা হচ্ছে।

৩০. সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র ২০১৪ সাল থেকে চালু করা হয়েছে।

## কারা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

১. মোবাইল ব্যাংকিং তথা বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে যা ১৯ এপ্রিল ২০২০ সাল থেকে চলমান।

২. বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয় স্বজনের টেলিফোন/মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ সহজতর হচ্ছে। করোনা মহামারিতে বন্দিদের দেখা সাক্ষাত বন্ধ থাকায় সকল কারাগারে তাদের স্ব স্ব আত্মীয়-স্বজন খুব সহজেই টেলিফোন/মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারছে।

৩. কারা বন্দিদের সন্তানদের পড়ালেখার মানোন্নয়ন ও উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

৪. বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা ও গ্রহণ, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৫. বন্দিদের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং একাধিক বার কারাগারে প্রবেশকারী বন্দিদের সহজেই সনাক্ত করা ও বন্দি মুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া সহজতর করার প্রক্রিয়া চলমান।

# কারা অধিদপ্তরের আলোকচিত্র

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দির জামিন, খালাস ও হাসপাতালে অবস্থানের তথ্য এসএমএস ও অ্যাপের মাধ্যমে স্বজনদের জানানো কার্যক্রম

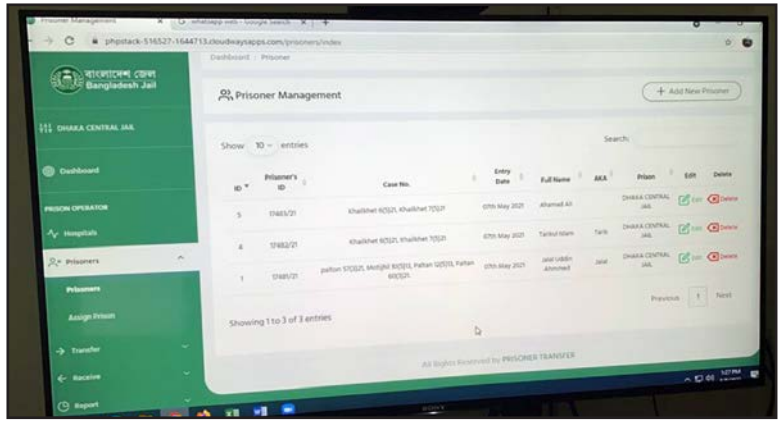


ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দির জামিন, খালাস ও হাসপাতালে অবস্থানের তথ্য এসএমএস ও অ্যাপের মাধ্যমে স্বজনদের জানানো কার্যক্রম

জেল আপিল প্রক্রিয়া সহজিকরণ

ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার

ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার

হিডেন সীল প্রদান কার্যক্রম

ইনোভেশন টিমের সভা

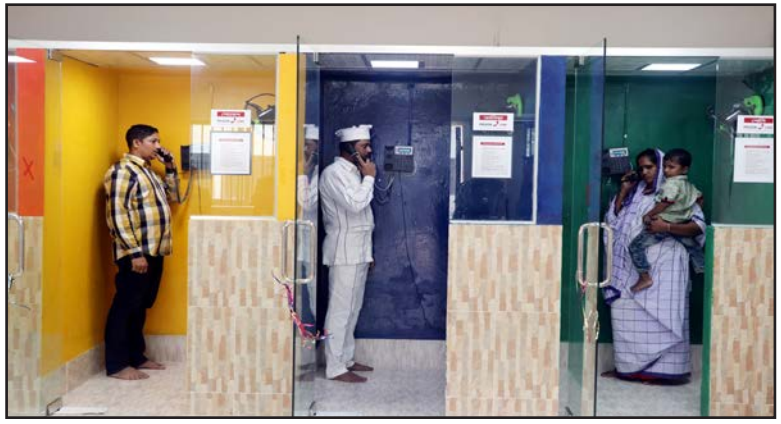

প্রিজন লিংকের (স্বজন) মাধ্যমে কারাগারে বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করার প্রক্রিয়া

# কারা অধিদপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

## সেবার নাম

এস এম এস ও অ্যাপের এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য জানা

## সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা

সেবাটি সহজিকরণের ফলে বন্দির স্বজন বাড়িতে বসেই বন্দির তথ্য, কারাগারে বদলি; জামিন/খালাস এর তথ্য জানতে পারবে।

## তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা)

| বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ | পূর্ববর্তী ধাপের বর্ণনা | প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ | পরবর্তিত ধাপের বর্ণনা |
|---|---|---|---|
| ১ | বন্দির স্বজনের কারা এলাকায় স্বশরীরে উপস্থিতি | ১ | বন্দির স্বজন বাড়িতে বসেই বন্দির তথ্য, কারাগারে বদলি, জামিন/খালাস এর তথ্য জানতে পারবে |
| ২ | তথ্য কেন্দ্রে উপস্থিতি | | - |
| ৩ | লাইনে দাড়ানো | | - |
| ৪ | তথ্য সংগ্রহ | | - |

## TCV (Time, Cost, Visit) অনুসারে পূর্বের ও পরিবর্তিত পদ্ধতির তুলনা

| ক্ষেত্র | বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|---|
| সময় (দিন/ঘন্টা) | ০১ (এক) দিন | ০১ (এক) মিনিট |
| খরচ (নাগরিক ও অফিসের) | বাড়ি হতে কারাগারে আসা যাওয়ার খরচ (দূরত্ব ভেদে ২০০- ১০০০/-) | নেই |
| যাতায়াত | ০১ (এক) কার্যদিবস | নেই |
| ধাপ | ০৪ (চার) টি | নেই |
| জনবল | ০২ (দুই) জন | ০১ (এক) |
| দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা | ০৩ টি | ০১ টি |

## বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

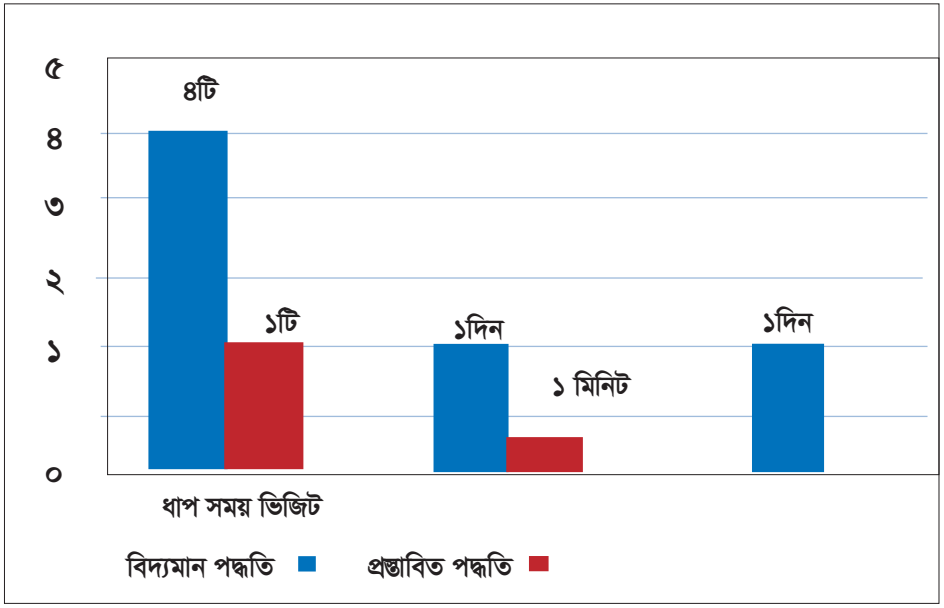


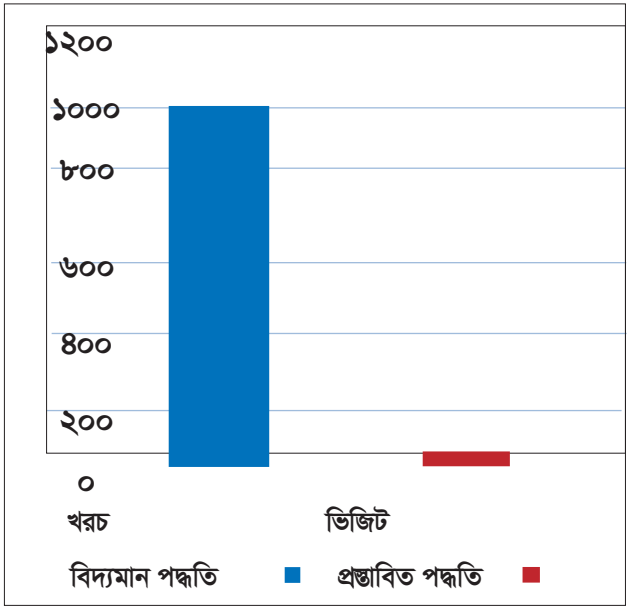

## বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

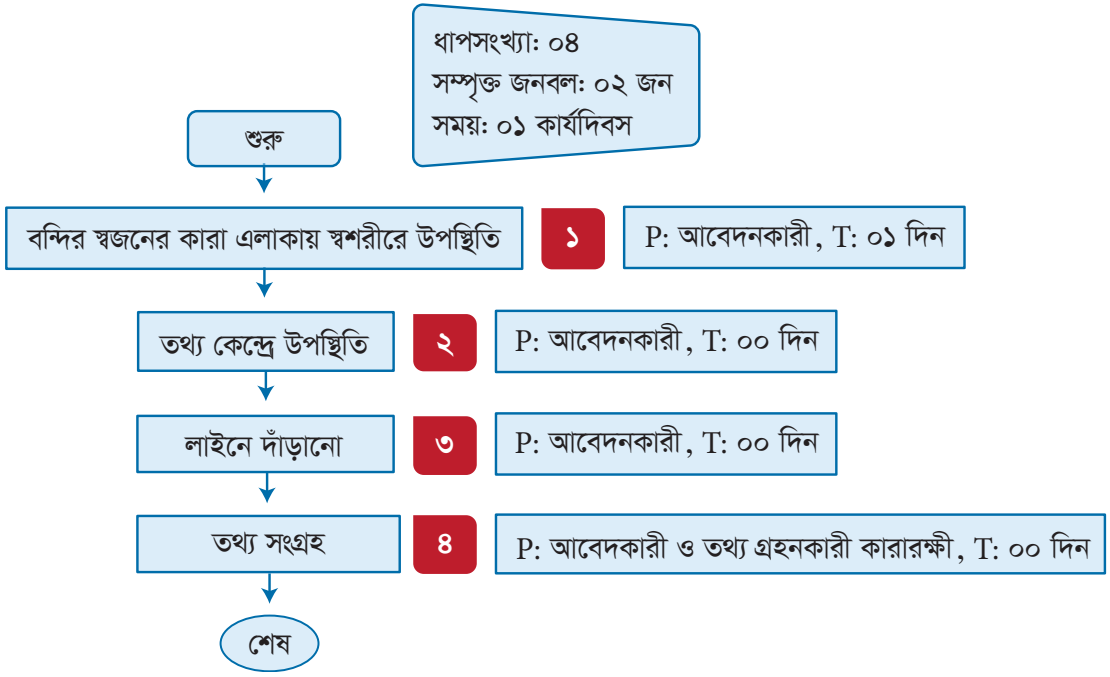

## প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

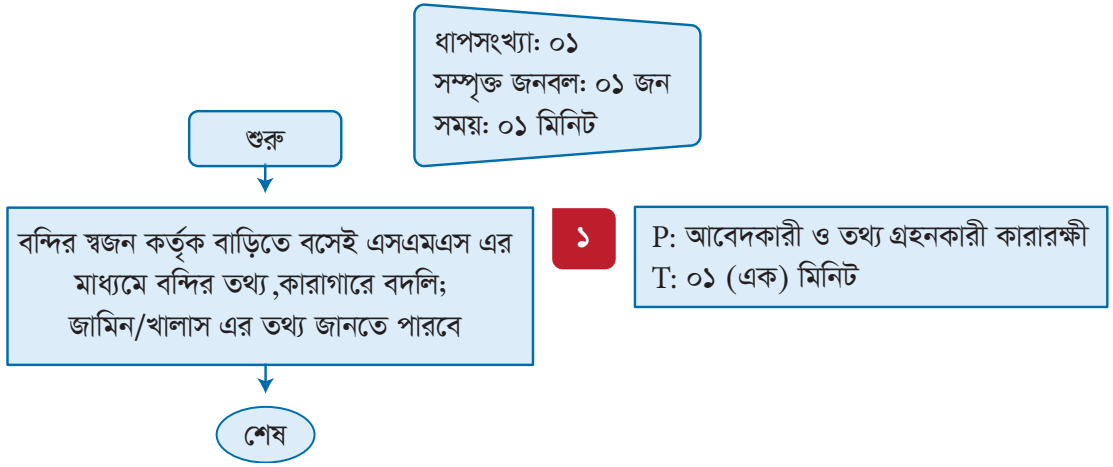

# ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

**ভিশন :** অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন।

**মিশন :** দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

# ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

| ক্রম. | উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম | উদ্যোগের বিবরণ | ইপ্সিত ফলাফল | চলমান/বাস্তবায়িত |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ; | বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধিকে ন্যূনতম চারবার অধিদপ্তরে আসতে হয় (যেমন আবেদন পত্র সংগ্রহ, আবেদন পত্র জমা, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও পে অর্ডার জমা)। তাছাড়া চূড়ান্ত সেবা পেতে সেবা গ্রহীতাকে ০৯টি ধাপ পেরুতে হয়। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায় যা হতে উত্তরণে সেবাটির ধাপ কমিয়ে এবং তা অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে; | • সেবাগ্রহীতা কোন ভিজিট ছাড়া নিজ অবস্থানে থেকেই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ, আবেদনপত্র দাখিল, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করতে পারবেন।<br>• ভর্তি এবং পরবর্তীতে পরীক্ষা ও ফলাফল সম্পর্কে নোটিফিকেশন পাবেন।<br>• মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সেবামূল্য (ভর্তি ফি) পরিশোধ করতে পারবেন। | পাইলটিং সমাপ্ত হয়েছে এবং রেপ্লেকেটিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। |
| ২ | ফায়ার সাইন্স এণ্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজিকরণ; | বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতাকে ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে ন্যূনতম তিনবার মিরপুরস্থিত ট্রেনিং সেন্টারে সশরীরে আসতে হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদনে সেবা গ্রহীতাকে ০৯টি ধাপ পেরুতে হয়। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। | • সেবা পেতে সেবা গ্রহীতাকে পূর্বের তুলনায় কম সময় ব্যয় করতে হবে।<br>• সেবাগ্রহীতাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত দাপ্তরিক কাজে ভিজিট করতে হবে না।<br>• ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে অযাচিত ব্যয় করতে হবে না।<br>• সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি হ্রাস পাবে। | পাইলটিং সমাপ্ত হয়েছে এবং রেপ্লেকেটিং এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। |
| ৩ | মাড কন্ট্রোল ডিভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইডিং | বর্তমানে ল্যান্ড স্লাইডিং অপারেশনের ক্ষেত্রে উদ্ধারকর্মী এবং কাদামাটিতে আটকেপড়া আহতদের নিরাপত্তায় কোন ডিভাইস না থাকায় উদ্ধার কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কাংখিত ফলদানে ব্যর্থ হয়। এতে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হতে নাগরিকদের দেয়া সেবাদান প্রতিশ্রুতি ব্যহত হয়। | • ভূমিধসের ফলে কাদামাটিতে আটকেপড়া নাগরিককে পুনঃধস হতে রক্ষা করা যাবে;<br>• উদ্ধারকারীগণ নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন;<br>• কাদামাটির স্রোত আটকে কম সময়ে উদ্ধার করা যাবে। | প্রশিক্ষণ কাজে পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাতে সফলতা পাওয়ায় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার স্টেশনগুলোর জন্য পর্যায়ক্রমে রেপ্লিকেটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে; |

# ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগ

## উদ্ভাবনের শিরোনাম (উদ্ভাবন-১)

ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সের দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ;

## উদ্ভাবনের ধরন

প্রস্তাবিত আইডিয়াটি একটি প্রসেস ইনোভেশন যা তৈরিকৃত অনলাইন বেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

## পটভূমি

বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতাকে ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে ন্যূনতম তিনবার মিরপুরস্থিত ট্রেনিং সেন্টারে সশরীরে আসতে হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদনে সেবা গ্রহীতাকে ০৯টি ধাপ পেরুতে হয়। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়।

## উদ্যোগের কল্যাণ

- সেবা পেতে সেবা গ্রহীতাকে পূর্বের তুলনায় কম সময় ব্যয় করতে হবে।
- প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেবাগ্রহীতাকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ব্যতীত দাপ্তরিক কাজে ভিজিট করতে হবে না।
- ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে অন্য কোন ব্যয় করতে হবে না।
- বিদ্যমান ব্যবস্থায় সেবা গ্রহীতাকে ভোগান্তি পোহাতে হতো যা লাঘব হবে।
- বিদ্যমান ব্যবস্থার তুলনায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সেবা প্রদানকারীর জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে।

## উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

| ক্রম | উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণের নাম | কর্মকর্তাগণের পদবি | কর্মস্থল |
|---|---|---|---|
| ১. | মোঃ হাবিবুর রহমান | পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ইনোভেশন অফিসার | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ২. | শামীম আহসান চৌধুরী | উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৩. | দীনমনি শর্মা | সহকারী পরিচালক (ওয়্যারহাউজ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৪. | মোঃ হেলাল উদ্দিন খাঁন | উপসহকারী পরিচালক ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৫. | মোঃ ফয়সাল আখন্দ | স্টাফ অফিসার ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৬. | মোঃ আব্দুল মোমিন | সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ সেল) ও বাস্তবায়নকারী | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |

## উদ্ভাবনের শিরোনাম (উদ্ভাবন-২)

মাড কন্ট্রোল ডিভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইডিং

## উদ্ভাবনের ধরন

প্রস্তাবিত আইডিয়াটি একটি ডিভাইস ইনোভেশন। এটি বাস্তবায়িত হলে তৈরিকৃত ডিভাইস/সরঞ্জামটির মাধ্যমে ভূমিধসে উদ্ধারকারী ও আটকেপড়া ব্যক্তিকে সেবা প্রদানে করা হবে।

## পটভূমি

বর্তমানে ল্যান্ড স্লাইডিং অপারেশনের ক্ষেত্রে উদ্ধারকর্মী এবং কাদামাটিতে আটকেপড়া আহতদের নিরাপত্তায় কোন ডিভাইস (সরঞ্জাম) না থাকায় উদ্ধার কাজটি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কাঙ্ক্ষিত ফলদানে ব্যর্থ হয়। এতে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানটি হতে নাগরিকদের দেয়া সেবাদান প্রতিশ্রুতি ব্যহত হয়।

## উদ্যোগের কল্যাণ

- ভূমিধসের উদ্ধারকাজে পূর্বের চেয়ে কম সময় ব্যয় করতে হবে;
- কোন সেবামূল্য দিতে হবে না;
- পূর্বের চেয়ে উদ্ধারকাজের সময় কম লাগবে;
- উদ্ধার কাজে কম সময় লাগায় মৃতের সংখ্যা হ্রাস পাবে।

## উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

| ক্রম | উদ্ভাবন ও বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণের নাম | কর্মকর্তাগণের পদবি | কর্মস্থল |
|---|---|---|---|
| ১. | মোঃ হাবিবুর রহমান | পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও ইনোভেশন অফিসার | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ২. | শামীম আহসান চৌধুরী | উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৩. | দীনমনি শর্মা | সহকারী পরিচালক (ওয়্যারহাউজ) ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৪. | মোঃ হেলাল উদ্দিন খাঁন | উপসহকারী পরিচালক ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৫. | মোঃ ফয়সাল আখন্দ | স্টাফ অফিসার ও সদস্য, ইনোভেশন টিম | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |
| ৬. | মোঃ আব্দুল মোমিন | সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ সেল) ও বাস্তবায়নকারী | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর |

# ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের বিবরণ

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণসহ গৃহীত কর্মসূচিসমূহের যথাযথ ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উত্তম চর্চা অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় ভূমিকা পালন করে । তাছাড়া এর সামষ্টিক প্রভাবে সামগ্রীক ব্যবস্থাপনা-সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও অবদান রাখে বিধায় বিধিবদ্ধ দায়িত্বের অংশ না হওয়া সত্ত্বেও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নিম্নোক্ত কার্যাবলি উত্তম চর্চার অধীনে সম্পাদন করে থাকে-

## (১) কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)বিস্তাররোধে বহিরাগত ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, হাত ধোয়া বিষয়ক আচার পালন, রোস্টারের মাধ্যমে রুটিন ডিউটি পালন, বাইরে থেকে আগত কর্মীদের খণ্ডকালীন কোয়ারেন্টাইনে রাখা, সকল সভা/সেমিনার অনলাইনে সম্পন্নকরণসহ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি নেয়ার পাশাপাশি বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় অধিদপ্তর গৃহীত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৭টি পানিবাহী গাড়ি দ্বারা ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং সকল বিভাগীয় দপ্তরের ২টি করে পানিবাহী গাড়ি ও প্রত্যেক জেলা সদরের ১টি করে পানিবাহী গাড়ি দ্বারা শহর এলাকায় পানিমিশ্রিত জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়েও এ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। এছাড়া, অগ্নিদুর্ঘটনাসহ সকল জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সক্ষমতা অক্ষুন্ন রেখে ২৮ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে কিছুটা পরিবর্তিত আঙ্গিকে সকল ফায়ার স্টেশনের ২য় কল (পানিবাহী গাড়ি নয়) গাড়িতে পানির ট্যাংক স্থাপন করে শহর ও নগরের রাস্তাঘাট এবং আবাসিক এলাকায় পানির সাথে জীবাণুনাশক ছিটানো কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

## (২) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্ধার ও শিবিরে দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উখিয়ার কুতুপালং এবং টেকনাফে মোট ০২টি স্যাটেলাইট স্টেশন চালু করে যেগুলো অদ্যাবধি ৩৮টি অগ্নিকাণ্ড ও ০৪টি দুর্ঘটনাসহ মোট ৮১ টি অগ্নিকাণ্ড, ২টি পাহাড় ধস, ১০টি সড়ক দুর্ঘটনা, ২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য ২৩ টি দুর্ঘটনায় সাড়া দেয়াসহ ৯৪৬ জন আহত/ অসুস্থ শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিজ অ্যাম্বুলেন্স/ গাড়ি যোগে হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ৩১১০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনকালে ফায়ার সার্ভিস ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। শরণার্থীদের প্রতি ফায়ার সার্ভিস এর এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা সকল মহলে একটি অনুসরণযোগ্য সাড়া হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

## (৩) জাতীয় জরুরি নেটওয়ার্ক "৯৯৯"-এ অন্তর্ভুক্তি

জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র "৯৯৯" এর মাধ্যমে অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিতকরণসহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামোর অধীনে পদ সৃজিত না হলেও বিদ্যমান জনবল হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি এ

জরুরি সেবা কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ হেল্পলাইন ব্যবহার করে অধিদপ্তরের ফায়ারফাইটারগণ ২০২১ সালে ১১,৯৪১টি কলে সাড়া দিয়েছে যার মধ্যে ৩,৪৭৪টি অগ্নিকাণ্ড ৪৭,৩৩৪টি সড়ক দুর্ঘটনা, ৩,০৯৩টি অন্যান্য দুর্ঘটনা এবং ৬৪১টি অ্যাম্বুলেন্স কল রয়েছে।

## (৪) ঘূর্ণিঝড়/ সাইক্লোন

আর্দ্র গ্রীষ্মমন্ডলে অবস্থিত বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অবস্থান এদেশে মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছরই সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় এবং টর্নেডো বয়ে আনে। আইলা, সিডর, মহাসেন এর মতো দুর্যোগে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস এখন দক্ষ ও পরিপক্ক। ২০১৯ সালে সুপার সাইক্লোন আম্ফানসহ সারাদেশে মোট ৯৯ টি ঘূর্ণিঝড়ে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ৭১জন নিহত ও ৭৩ জন আহতকে উদ্ধার করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানীর উপর দিয়ে দু'দফা ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার পর অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভেঙ্গে পড়া ও উপড়ে পড়া গাছ অপসারণ করে জনজীবনে স্বস্থি আনায় রাজধানীবাসি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

## (৫) রোড টহল

ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় দ্রুত সাড়াদান নিশ্চিতকল্পে ২০১৮-১৯ সাল হতে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক/ মহা-সড়কের ৯৩টি স্থানে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত উদ্ধার যান ও অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট মোতায়েন করা ছিলো। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে মোট ৭৩টি স্পটে টহল ইউনিট মোতায়েন আছে।

## (৬) পাহাড় ধস/ ভূমি ধস প্রতিরোধে কার্যক্রম

আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলের উপরের দিকের মাটিতে কঠিন শিলার উপস্থিতি না থাকায় পাহাড় ধসের আশঙ্কা এমনিতেই বেশি। তন্মধ্যে আমরা বসবাস ও চাষাবাদের জন্য পাহাড়ের উপরের দিকের শক্ত মাটির স্তর কেটে ফেলায় পাহাড় ধস এখন প্রতি বছরের অবশ্যম্ভাবী দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। গত ২০২০ সালে ১৩টি পাহাড় ধসে/ ভূমি ধস ঘটনা ঘটেছে যেগুলোতে ফায়ার সার্ভিস সাড়া দিয়ে ১৪ জন নিহত ও ১৮ জন আহতকে উদ্ধার করেছে। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে বর্ষা আগমনের পূর্বেই সতর্কতামূলক মাইকিং ও গণসংযোগ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। বিধিবদ্ধ ও অর্পিত দায়িত্ব না হওয়া সত্বেও পাহাড় ধসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

## (৭) বন্যায় উদ্ধার কার্যক্রম ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

সাম্প্রতিক সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চল সংগঠিত আগাম বন্যায় কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জ, জামালপুরসহ বেশ কয়েকটি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের স্থানীয় ইউনিট ও ওয়াটার রেসকিউ ইউনিট সমন্বিতভাবে উপদ্রুত এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে।

## (৮) পশু-পাখি উদ্ধার

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোমী কর্মীরা মানুষের পাশাপাশি বিলুপ্তপ্রায় ও মূল্যবান প্রাণী উদ্ধারেও ছুঁটে যাচ্ছে । রাজশাহীতে তারে জড়িয়ে যাওয়া বসন্ত বাউরি, বগুড়ার ধূনটে পরিত্যক্ত কূপে পড়ে যাওয়া ছাগল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছের আহত বাজ পাখি, লালবাগে ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানীর পশু, বহুতল ভবনের কার্ণিশে আটকে পড়া পোষা বিড়াল, পায়ে জাল জড়িয়ে গাছে আটকে পড়া দুর্লভ হিমালয়ান গ্রিফিন শকুন উদ্ধার এ সংস্থার অনুসৃত উত্তম চর্চার কয়েকটি নজির ।

## (৯) কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ

২০১১ সালে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২,০০০ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরিকরণে কাজ শুরু করে। ২০২১ সালে ৭৫৪ জনসহ এ পর্যন্ত মোট ৪৩,৮৮৮ জন এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি ভলান্টিয়ার রেজিস্ট্রেশন করে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আগুন ও দুর্ঘটনায় এ সকল কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীদের কাঁধে কাঁধ রেখে কাজ করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

## (১০) কোভিড-১৯ রোগী পরিবহনে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চালু

অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স দ্বারা স্পর্শকাতর ও মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগী পরিবহন নিষিদ্ধ থাকলেও বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিশেষভাবে সজ্জিত অ্যাম্বুলেন্স যোগে রোগী পরিবহন অব্যাহত রেখেছে। করোনাকালে নিজেদের জীবনকেও ঝুঁকিতে ফেলে অগ্নিসেনাদের গৃহীত এ পদক্ষেপ আক্রান্ত মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে।

# ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আলোকচিত্র

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে ২০টি নবনির্মিত ফায়ার স্টেশন এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়াল মাধ্যমে ২০টি নবনির্মিত ফায়ার স্টেশনসহ একাধিক প্রকল্পের এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রান্তে উপস্থিত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং মহাপরিচালকবৃন্দ

২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়াল মাধ্যমে ২০টি নবনির্মিত ফায়ার স্টেশনসহ একাধিক প্রকল্পের এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রান্তে উপস্থিত মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ

১৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ মহোদয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সদর দপ্তর পরিদর্শন করছেন

১৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ মহোদয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন

১১-৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ এ ভার্চুয়াল প্লাটফর্মের মাধ্যমে স্টল পরিদর্শনকারীদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করার স্থির চিত্র

২৩ আগষ্ট ২০২০ তারিখে ১ম বারের মতো মাড কন্ট্রোল ডিভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইড ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমিধস হতে আহত উদ্ধারের বাস্তব অনুশীলন

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ইনোভেশন টিমের মাসিক সভায় অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিম সদস্যদের অংশগ্রহণ

কোভিড১৯- পরিস্থিতিতে Zoom Online Platform ব্যবহার করে মেন্টরগণের সাথে অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের সভা

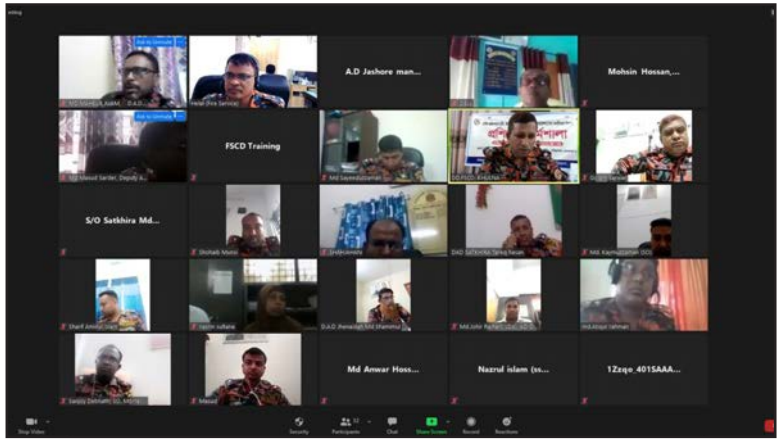


১১-১০ জুন ২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের উদ্যোগে খুলনা বিভাগের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে জুম অনলাইন প্লাটফরম ব্যবহার করে 'সেবা প্রদানে উদ্ভাবন' বিষয়ক ২ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

২০-১৯ জুন ২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের উদ্যোগে জুম অনলাইন প্লাটফরম ব্যবহার করে "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের আবশ্যকতা" শীর্ষক ২ দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী রংপুর বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় তথ্য বাতায়নে ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সের ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য লিংক

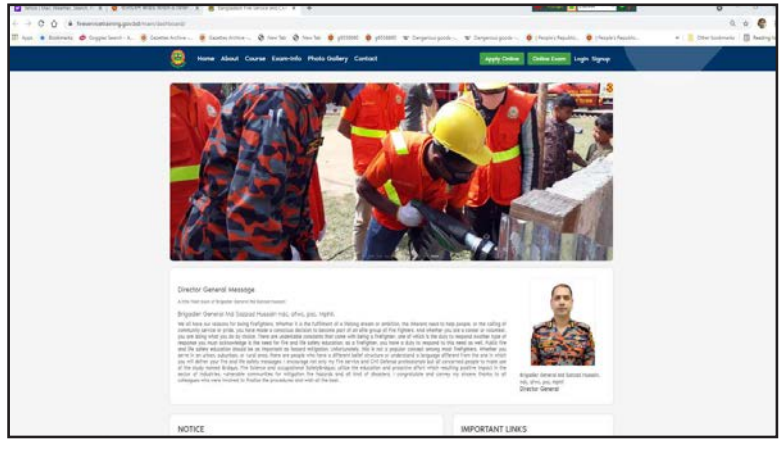


অনলাইনে ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তির জন্য প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার

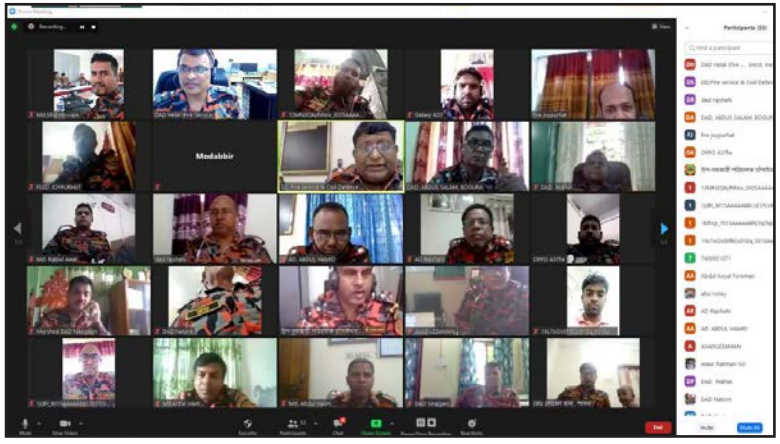


অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৫ জুন ২০২১ তারিখে জুম অনলাইন প্লাটফরমের মাধ্যমে 'নাগরিক সনদ্ভিত্তিতে সেবা সহজিকরণ' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী রাজশাহী বিভাগের ৫৫জন কর্মকর্তা-কর্মচারী

অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২৮ জুন ২০২১ তারিখে জুম অনলাইন প্লাটফরমের মাধ্যমে 'সহজিকরণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি' শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী চট্টগ্রাম বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অগ্নিনির্বাপন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে

অনুরূদ্ধ হয়ে জঙ্গি দমনাভিযানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তাদান করছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের

বিদ্যমান জনবল হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় জরুরি নেটওয়ার্কে দায়িত্ব পালন

ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে পড়া ও উপড়ে পড়া গাছ অপসারন করে জনজীবন স্বাভাবিক রাখায় নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস কর্মীবৃন্দ

পীরগাছা, রংপুরে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের উদ্ধার কার্যক্রম

৩১ জুলাই ২০২০ তারিখে ডবলমুরিং, চট্টগ্রামে কুপে পড়ে যাওয়া গবাদিপশু ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের প্রচেষ্টায় উদ্ধার কার্যক্রম

৫ মার্চ ২০২১ তারিখে চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ থানার সামনের একটি গাছের ডালে তিন দিন ধরে আটকে থাকা বিড়ালকে উদ্ধার করছে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকর্মীরা

১৭ জুলাই ২০২০ তারিখে ফুলছড়ি, দিনাজপুর উপজেলায় আকস্মিক বন্যায় জলাবদ্ধদের উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের তৎপরতা

# ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ

## সেবার নাম

ফায়ার সাইন্স এণ্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজ সহজিকরণ

## সেবাটি সহজীকরণের যৌক্তিকতা

বর্তমানে বিদ্যমান পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতাকে ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে ন্যূনতম তিনবার মিরপুরস্থিত ট্রেনিং কমপ্লেক্সে সশরীরে আসতে হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদনে সেবা গ্রহীতাকে ০৯টি ধাপ পেরুতে হয়। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থ ব্যয় এবং ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়।

## তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা)

| বিদ্যমান পদ্ধতি | ধাপ | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|---|
| ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য অধিদপ্তরে/মিরপুরস্থিত ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আগমন; | ধাপ-১ | ফায়ার সার্ভিসের ওয়েবসাইটে ভিজিটপূর্বক ভর্তি ফরম সংগ্রহ, ফরম পূরণ, কাগজপত্র স্ক্যানকরণ ও ই-মেইলের মাধ্যমে দাখিল; |
| ট্রেনিং কমপ্লেক্সে/সদর দপ্তরে আগমন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পূরণকৃত আবেদনপত্র দাখিল | ধাপ-২ | আবেদনপত্র যাচাই বাছাই; |
| আবেদনপত্র যাচাই বাছাই | ধাপ-৩ | মনোনীতদের তালিকা ও ভর্তি পরীক্ষার নোটিশ ই-মেইলে প্রেরণ; |
| ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ভর্তি পরীক্ষার জন্য মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ; | ধাপ-৪ | বিভাগীয় সদর দপ্তরে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ; |
| মনোনীত হয়েছে কিনা তা জানার জন্য ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আগমন ও মনোনীত হলে ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ; | ধাপ-৫ | বিভাগীয় মূল্যায়ণ কমিটির ফলাফলের ভিত্তিতে চুড়ান্ত মনোনয়ন; |
| ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ চূড়ান্ত মনোনয়ন জানার জন্য পুনরায় ট্রেনিং কমপ্লেক্স-এ আগমন; | ধাপ-৬ | চুড়ান্ত মনোনীতগণ কর্তৃক ব্যাংকে পে-অর্ডারকরণ; |
| ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন | ধাপ-৭ | বিভাগীয় সদর দপ্তরে পে-অর্ডার জমাদান করত ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ; |
| চূড়ান্ত মনোনীতগণ ব্যাংকে পে-অর্ডারকরণ | ধাপ-৮ | |
| অধিদপ্তর/ট্রেনিং কমপ্লেক্সে পে-অর্ডার জমাদান করত ভর্তি সংক্রান্ত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্নকরণ; | ধাপ-৯ | |

## প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ১. পূরণকৃত আবেদন ফরম | ১. পূরণকৃত আবেদন ফরম |
| ২. শিক্ষা সনদ | ২. শিক্ষা সনদ |
| ৩. প্রতিষ্ঠানের অনুমতি | ৩. টাকা জমার রশিদ |
| ৪. টাকা জমার রশিদ | |

## নিস্পত্তির সময়কাল:

| বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|
| ৩০-৪৫ কার্যদিবস | ১৫-২০ কার্যদিবস |

## TCV (Time, Cost, Visit) বিশ্লেষণ:

| ক্ষেত্র | বিদ্যমান পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি |
|---|---|---|
| সময় (Time) | ৩০-৪৫ দিন | ১৫-২০ দিন |
| খরচ (Cost) | ± ৫০০০/- | ± ১০০০/- |
| যাতায়াত (Visit) | ৩ বার | ০১ বার |
| ধাপ (Steps) | ০৯টি | ০৭টি |
| সম্পৃক্ত জনবল | ০৯ জন | ০৬ জন |
| সেবা প্রাপ্তির স্থান | ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স | অধিদপ্তরের তথ্য বাতায়ন (www.fscd.gov.bd) ও ট্রেনিং শাখার ই-মেইল |
| দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা | ০৪টি | ০৩টি |

## বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির গ্রাফিক্যাল তুলনা

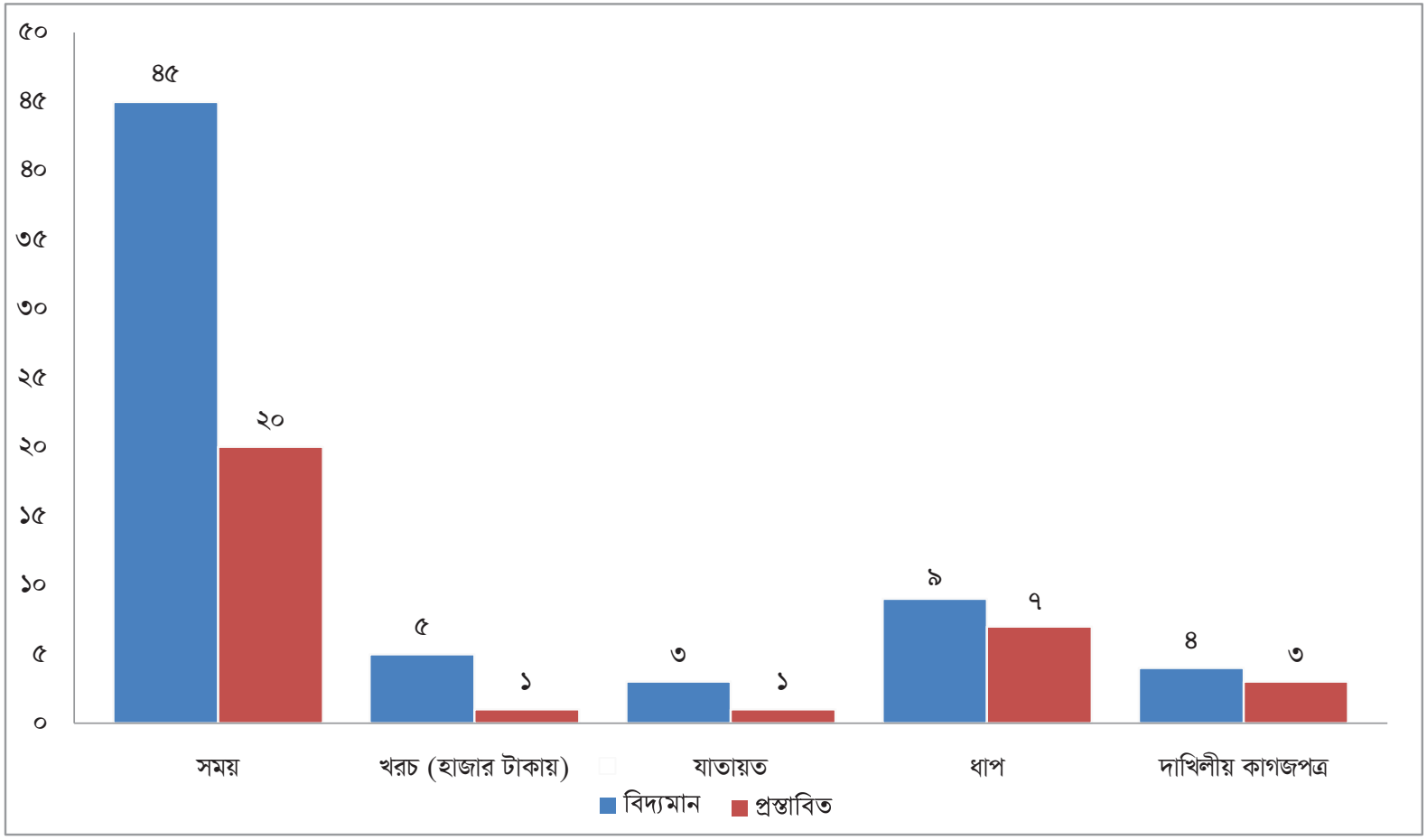

## বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

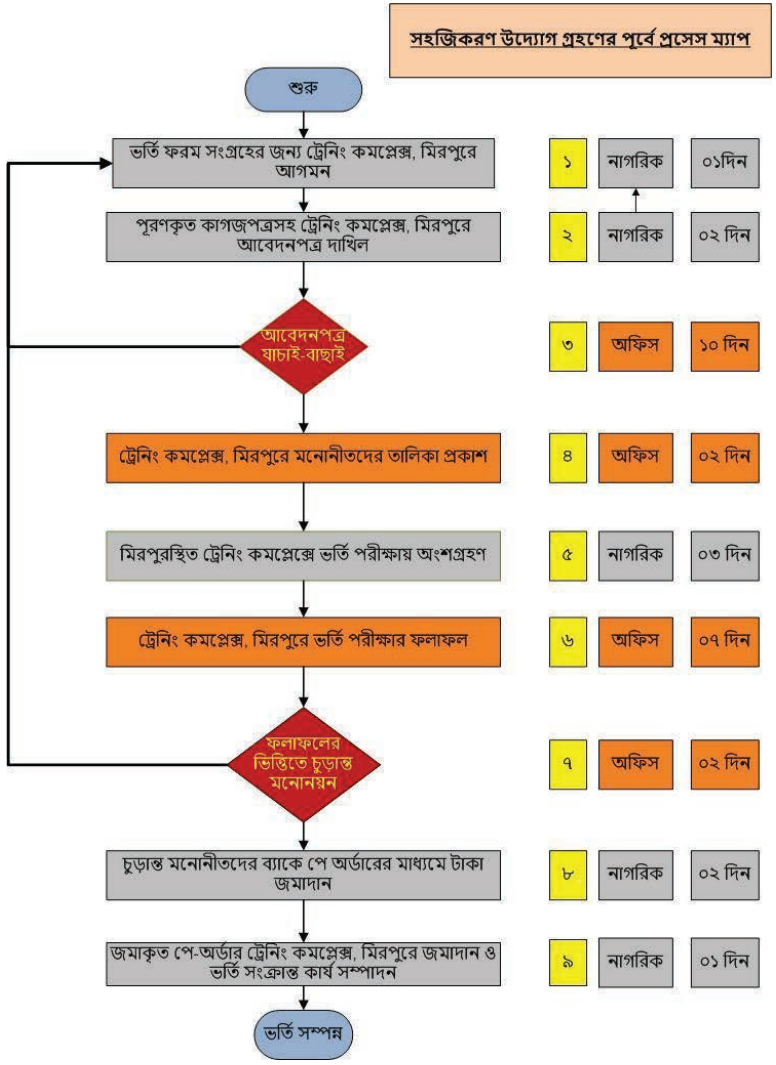

## প্রস্তাবিত পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ

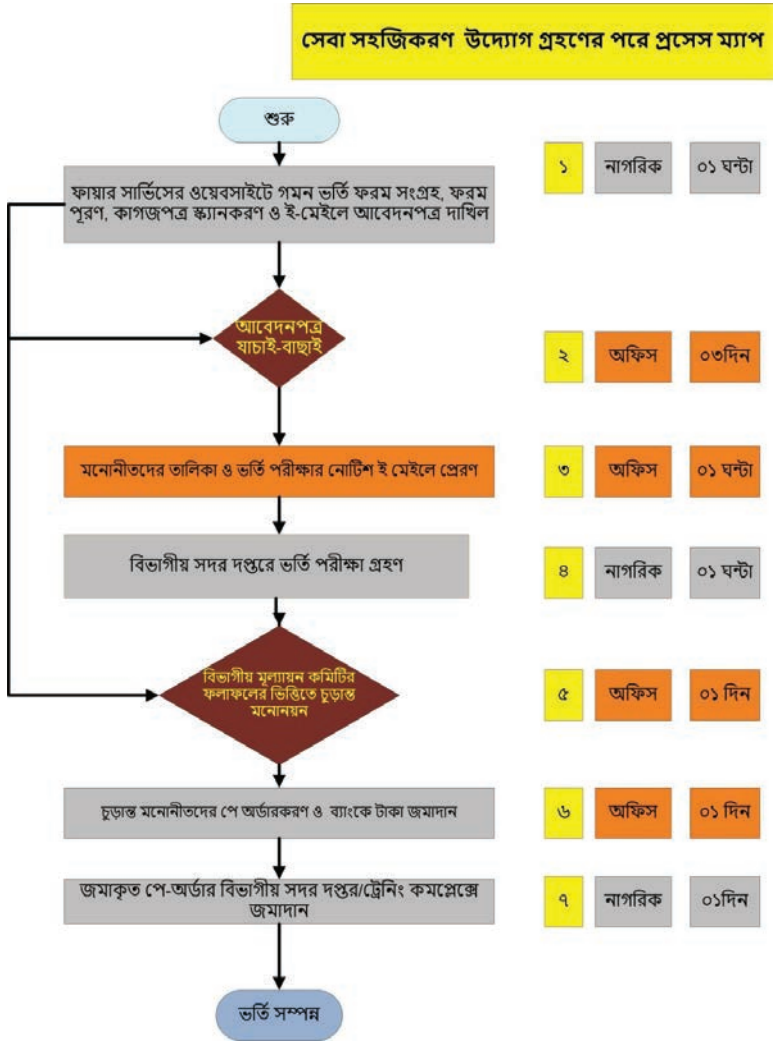

NATIONAL EMERGENCY SERVICE

999


**সুরক্ষা সেবা বিভাগ**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফোন : +৮৮-০২-৯৫১১০৮৮

ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৫৭৪৪৯৯

ই-মেইল : info@ssd.gov.bd

ওয়েবসাইট : www.ssd.gov.bd

ফেসবুক : fb/ssd.moha.bd


সুরক্ষিত নাগরিক
উন্নত বাংলাদেশ